জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রয়াত সতীশ শাহ

ফের বলিউডের টিনসেল টাউনে দুঃসংবাদ। শনিবার প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় কমেডিয়ান অভিনেতা সতীশ শাহ। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। কিডনি বিকল হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়

ল্যান্ডফল 'মন্থা'র

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাকিনাড়াতে ল্যান্ডফল হবে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র। ল্যান্ডফলের সময় গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিমি হতে পারে। ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে

এলআইসির ৩৩ হাজার কোটি বেআইনি লগ্নি আদানি গোষ্ঠীতে

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের ফাঁস লাগানো দেহ ওড়িশায়

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫০ • ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ • ৮ কার্তিক ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 150 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 26 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

হাসপাতালের নিরাপত্তায় একাধিক কড়া নির্দেশিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং রোগীদের সুরক্ষা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম আপস করবে না রাজ্য সরকার। শনিবার নবান্নে হাসপাতাল সুরক্ষা নিয়ে ডাকা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত তাঁর নির্দেশেই এই বৈঠকের আয়োজন করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। পরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কালীঘাট থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বৈঠকে এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করার একাধিক পরামর্শ দেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, সুপার, প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও জেলা পুলিশ সুপাররা। কলকাতা পুলিশ কমিশনারও বৈঠকে যোগ দেন। মূল আলোচ্য ছিল সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা রোধে তা আরও কীভাবে শক্তিশালী করা যায়। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামোও পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হলেও তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। সিসিটিভি কার্যকরভাবে মনিটর না হওয়ায় বহু ঘটনা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, প্রতিটি হাসপাতালে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার ওপর কঠোর তদারকি রাখতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগকারী এজেন্সিগুলির কাজের মান খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যাঁরা নিরাপত্তার কাজে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাধ্যতামূলক করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেছেন হাসপাতাল চত্বরে দালালচক্র ও ভেজাল ওষুধের রমরমা রুখতে। (এরপর ১১ পাতায়)

একনজরে পদক্ষেপ

- নিরাপত্তাকর্মী থেকে সুপার— প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়পত্র রাখা বাধ্যতামূলক
- বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তাকর্মীরা হাসপাতালের সর্বত্র ঢুকতে পারবেন না
- সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিচুস্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে
- চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পুলিশি যাচাই বাধ্যতামূলক
- চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের রোস্টার মেনে কাজ ও তাদের উপর নজরদারির নির্দেশ
- শৌচাগার ও হাসপাতালের ভিতরে নিরাপত্তা নিয়ে ওয়ার্ডে রোগীদের সচেতন করতে প্রচার
- সিসিটিভি দ্রুত মেরামতি। সিসিটিভির নজরদারিতে জোর
- হাসপাতালের ফায়ার অডিট বাধ্যতামূলক
- নিরাপত্তা নিয়ে জেলাস্তরে নিয়মিত বৈঠক

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

প্রকৃতি-মা

ও বাতাস তোমার দোলায়
ফুলের পাপড়িগুলো মেলে দাও।
ও আকাশ তোমার মুক্তিতে
আমায় ভেসে থাকতে দাও।
ও চন্দ্র তোমার আলোতে
দুর্বলকে আলোকিত করে দাও।
ও সূর্য তোমার তেজস্বীতায়
শারীরিক দুর্বলদের সুস্থ করে দাও।
ও মেঘ তোমার আঁধার মেঘে
নিষ্ঠুর দানবদের ঢেকে দাও।
ও বর্ষা তোমার প্লাবনে
দীন ও দীনতাকে ঢেকে দাও।
ও গ্রহ-তারা পৃথিবীকে মনুষ্যত্ব দাও।
ও পৃথিবী আমাদের আরও সবুজ দাও।।

ভুয়ো সার্টিফিকেট চক্রের পর্দা ফাঁস সুইসাইড নোটে

বিরোধীরা কেন নিশ্চুপ : শশী

প্রতিবেদন : কোঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল কেউটে! বিজেপি-রাজ্যে রক্ষক পুলিশের যৌননির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া তরুণী চিকিৎসক চার পাতার নোটে সরকারি হাসপাতালের কুকীর্তি ফাঁস করে দিয়ে গেলেন। মহারাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতে পুলিশ ও বিজেপি নেতাদের কী ধরনের স্বৈরাচার চলে চিকিৎসকদের উপর, নিজের জীবন দিয়ে তার জ্বলন্ত ছবি তুলে দিয়ে গেলেন ওই চিকিৎসক। তাঁর সুইসাইড নোটে ফাঁস হয়ে গেল হাসপাতালের অন্দরে চলা ফেক সার্টিফিকেটের চক্র। প্রশাসনিক অরাজকতা ও চাপের রাজত্ব কায়েম করে কীভাবে ভুয়ো ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও ফেক সার্টিফিকেট চক্র চলত, তা জানিয়ে গিয়েছেন তিনি। এ-প্রসঙ্গেই বিজেপির রাজ্যে নারী-নিরাপত্তা ও হাসপাতালে স্বৈরতন্ত্র নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। তাঁর প্রশ্ন, এখন কেন নীরব বাম-বিজেপির অতি-সক্রিয় নেতারা?

বিজেপি মহারাষ্ট্রে কীভাবে হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা ও অনৈতিক কাজের আখড়া বানিয়েছে। সেই ছবিই উঠে এসেছে চিকিৎসকের সুইসাইড নোটে। মহারাষ্ট্রের সাতারার চিকিৎসক তরুণী ২৩ মাস ফলটনের সাব ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার পদে ছিলেন। আর সেই সময়ের মধ্যে (এরপর ১১ পাতায়)

বিজেপি রাজ্যে আক্রান্ত বিদেশিনী ■ বাদ গেল না পুলিশও

দুই অসি ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি

অভিযুক্ত আকিল খান।

প্রতিবেদন : বিজেপি-রাজ্য মধ্যপ্রদেশে নারী-নিরাপত্তা এখন গোটা দেশের লজ্জা! ইন্দোরের মতো শহরে প্রকাশ্যে দুই অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিশ্বের সামনে মুখ পুড়ল ভারতের। যে-দেশে অতিথিদের ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়ার কথা, সেখানে বিশ্বকাপ খেলতে আসা বিদেশি মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে এহেন অভব্য আচরণ! মাথা হেঁট দেশের।

অপদার্থ ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের এই ঠুনকো নারী-নিরাপত্তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, আবারও প্রমাণ হয়ে গেল, বিজেপি-শাসিত প্রত্যেকটা রাজ্যে নারী নিরাপত্তা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করে না এরা! রেহাই পেলেন না অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসা দুই মহিলা ক্রিকেটারও! কোথায় নিরাপত্তা? ধিক্কার জানানোরও ভাষা নেই। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, এই ঘটনা যদি চেতনা না জাগায় তাহলে কোন ঘটনা চেতনা জাগাবে? ভারতবর্ষের নারীশক্তির কথা ফলাও করে বলেন কিন্তু মহিলাদের ন্যূনতম সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ বিজেপি শাসিত সরকার। (এরপর ১০ পাতায়)

ত্রিপুরায় বেশি রাতে ডিজে বন্ধ করতে বলায় পুলিশকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে মারধর

প্রতিবেদন : পুলিশ, প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য ত্রিপুরায় চলছে বিজেপির গুন্ডারাজ! বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন সাউন্ড বক্স বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে একজন ওসিকে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল পুজোর উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের কালী প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। শোভাযাত্রায় প্রচণ্ড জোরে সাউন্ড বক্স বাজানো হচ্ছিল। যা নিয়ে আপত্তি করেন দায়িত্বে থাকা ওসি। কিন্তু তাঁর কথা না শোনায় তিনি সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দেন। এরপরই বেপরোয়া আয়োজকরা গাড়ি থেকে নামিয়ে টেনে হিঁচড়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে ওই ওসিকে কিল, চড়, লাথি, ঘুসি মারতে শুরু করে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। (এরপর ১০ পাতায়)

২
২৬ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 October, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৮৮ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এদিন হুগলির বলাগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তৃতীয় পর্যায়ের প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।

১৮৭৩ আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এদিন অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত বাংলার ও পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত জননেতা। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে বাংলায় শ্যামা-হক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। ঢাকার গভর্নর ছিলেন ১৯৫৬-'৫৮।

১৯২৭ সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে (১৯২৭-২০০১) এদিন অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহিতে জন্ম হয়। "এক হাতে উদ্যত পিস্তল, অন্য হাতে জ্বলন্ত টর্চ, দীপক চ্যাটার্জি পাঁচতলা হইতে জলের পাইপ বাহিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে নীচে নামিয়া গেল।" দীপক চ্যাটার্জি-রতনলালের রহস্যগল্প সিরিজের সবথেকে জনপ্রিয় বর্ণনা এটা। আর সেটির স্রষ্টা যে স্বপনকুমার তাঁরই আসল নাম সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। রহস্য সিরিজের লেখক শ্রীস্বপনকুমারই জ্যোতিষী শ্রীভৃগু। আবার তিনিই বাংলায় ডাক্তারির বইয়ের লেখক ডাঃ এস এন পাণ্ডে। একদা সব ক'টা চালু বই, বাজারে বিস্তর বিক্রি। এতটাই যে, পাশ করা ডাক্তার হয়েও বাড়ির বাইরে কোনওদিন সমরেন্দ্র ডাক্তারি করেননি।

১৯৭০ এদিন বক্সিংয়ের রিংয়ে ফিরে এলেন মহম্মদ আলি। হারালেন জেরি কোয়ারিকে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার হয়ে যোগ দিতে চাননি। তাই তাঁকে তিন বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তার পর এই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন।

১৮৮১ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪) এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। দেশবাসী তাঁকে 'দেশপ্রাণ' উপাধি দিয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা, ডগলাস হত্যা মামলা-সহ বিভিন্ন মামলায় বিনা ফি-তে বিপ্লবীদের হয়ে মামলা লড়েন। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৩-এ কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী রূপে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং পরের বছর ভারতীয় আইনসভার সভ্য নির্বাচিত হন।

১৯১৭ হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ও তাঁর ভাই মতিলাল কলকাতার প্রথম যুগের ছায়াছবি প্রদর্শনের অগ্রদূত। ২৫ নভেম্বর, ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সভার ছবি মুভি ক্যামেরায় তুলে 'হলো কী' নাটকের সঙ্গে দর্শকদের দেখিয়েছিলেন। মৃত্যুর দু'দিন আগে তাঁর উত্তর কলকাতার বাসভবনে আগুন লেগে তাঁর যাবতীয় কীর্তি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭) এদিন মারা যান। প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তাঁর লেখা 'মধু বংশীর গলি' শম্ভু মিত্র যখন আবৃত্তি করতেন লোকে তন্ময় হয়ে শুনত। শেষ বয়সে অসাধারণ গদ্যছন্দে লিখেছিলেন 'বার্লিনের কবিতাগুচ্ছ'।

১৯৭৯ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি এদিন খুন হন। তাঁকে হত্যা করেন তাঁরই দীর্ঘদিনের সুহৃদ কিম যায়ে কিউ। কিউ কোরিয়ার গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ছিলেন। এই হত্যার দায়ে পরে কিউ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২০২২ স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬-২০২২) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আশৈশব শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, রবীন্দ্রগান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গানেও সমান স্বচ্ছন্দ শিল্পী ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তিনি। সংস্কৃত স্তোত্রবিদ অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা স্বস্তিকা একেবারে ছোট বয়সেই পাঠভবনের ছাত্রী। শান্তিনিকেতন স্কুলে সীতাংশু রায়, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নানা জনের কাছে গান শিখেছেন। তবে বড় হয়ে তাঁর প্রধান গুরু বলা যায় নীলিমা সেনকে দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপ রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। অধ্যাপনা করেছেন সঙ্গীতভবনে। পরে অধ্যক্ষও হন।

কর্মসূচি

■ খড়্গপুর ২ ব্লকের পপরআড়া ৬/২ অঞ্চল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বারবাসীর মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের পাশাপাশি শারদীয়া, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, ছটপুজোর শুভেচ্ছা বিনিময়ে উপস্থিত ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সনাতন বেরা, খড়্গপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি তৃষিত মাইতি, প্রাক্তন সহ-সভাপতি নারায়ণচন্দ্র মাঝি, অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব সিং, মাইনরিটি সেল সভাপতি রহমান আলি, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী বর্নালি জানা, এসসি সেল সভাপতি দীপঙ্কর সিং, কালীপদ সিং-সহ অন্যেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৭

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. খুব ছোট ৪. ছাতা ৫. কন্যার স্বামী, জামাই ৬. অস্পষ্ট ৮. গম্ভীর, বেজার ৯. অমাবস্যা।

উপর-নিচ : ১. একজনের বুদ্ধি ২. চিরস্থায়িত্ব ৩. শরীরে চর্বি বৃদ্ধি পাওয়া ৫. সর্বজনহিতকর ৬. ভুলো, বেখেয়ালে ৭. মাথার সোজাসুজি ওপরে আকাশে কল্পিত উচ্চতম বিন্দু।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৬ : পাশাপাশি : ১. গোঁয়ার ৪. সময়কাল ৬. খেলনা ৭. দিনকাটা ৯. রমাধব ১২. আলাপ ১৩. মটরমালা ১৪. তমসা। **উপর-নিচ :** ১. গোঁফখেজুর ২. রসনা ৩. জায়সুদি ৫. লতিকা ৮. টাকাপয়সা ১০. মালিম ১১. বহিরঙ্গ ১২. আলাত।

২৫ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫০২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১২	৮৭.৩৬
ইউরো	১০৪.২৩	১০১.৫৭
পাউন্ড	১১৯.২১	১১৬.১১

নজরকাড়া ইনস্টা

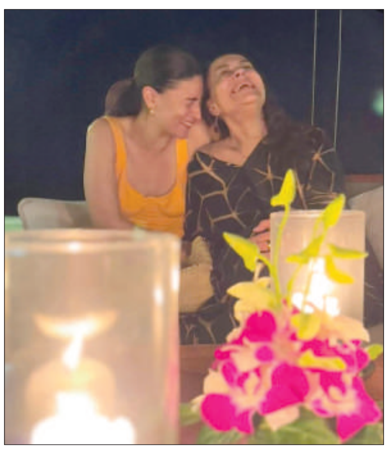

■ আলিয়া ভাট

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

26 October, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৬ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

ফাঁকা বাড়ি থেকে বিষধর কেউটে সাপের ২০টি বাচ্চা উদ্ধার করল বন দফতরের কর্মীরা। পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের সান্ডেলার বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকরা বালিয়াপাড়া উজ্জ্বল বাউলিয়ার বাড়ির ঘটনা

অসমের শ্রমিকরাও বাংলাদেশি! বিজেপি সাংসদকে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাঙালি দেখলেই বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া এখন বিজেপি অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বিজেপির রাজ্যে। এবার অসমের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদেরও ছাড়ল না বিজেপি। এরা এতটাই বাংলাবিরোধী যে অসমের বাংলাভাষী শ্রমিকদেরও বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দিল তারা। এ-প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিল তৃণমূল। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, কবে বিজেপির এই ঔদ্ধত্য বন্ধ হবে?

■ সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। শনিবার সকালে।

চিরাচরিত ঢঙে লখনউয়ে সাফাইয়ের কাজ করতে যাওয়া অসমের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি ও সন্ত্রাসবাদী বলে দাগিয়ে দেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজলাল। তারপরই শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। শশী পাঁজা বলেন, উত্তরপ্রদেশের মতো ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের প্রতি কী ধরনের মানসিকতা দেখানো হয়, তা ফের প্রমাণ করে দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ব্রিজলাল। লখনউয়ের রাস্তায় সাফাইকর্মী হিসাবে কাজ করা অসমের শ্রমিকদের তিনি প্রশ্ন করেন, তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা। উত্তরে শ্রমিকরা নিজেদের অসমের বাসিন্দা বলে জানান। তাপরই তিনি দাবি করেন, তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন। এরা আসলে বাংলাদেশি। এরা অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে বসবাস করছে। এরা সন্ত্রাসবাদীও হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে এই কথোপকথনের গোটা ভিডিও ফুটেজ তিনি নিজেই তুলে ধরেন।

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় লখনউয়ে বসবাসকারী অসমের বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পুরসভার সাফাইকর্মীর কাজ করেন। তাঁদের কাছে বৈধ আধার কার্ড-সহ রয়েছে অসমের এনআরসি-র সার্টিফিকেটও। তাঁদের স্থায়ী বাড়ি থেকে জমিজমা সবই অসমের বরপেটা এলাকায়। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে এক শ্রেণির মানুষকে বাংলাদেশি বা সন্ত্রাসবাদী বলে দাগিয়ে দিতেও পিছপা হয় না বিজেপির নেতারা। এরই প্রতিবাদে মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, অসমের সাফাইকর্মীদের বলছেন বাংলাদেশি। বলছেন তাঁরা সন্ত্রাসবাদী। ভাবুন ঔদ্ধত্য। আর কতভাবে এদের কুকীর্তি ঢাকবে বিজেপি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এ ব্যাপারে নীরব। কেন্দ্র যখন প্রয়োজন কৃষকদের উগ্রপন্থী বলে। শ্রমিকদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয়। কবে থামবে এই অত্যাচার! সেইসঙ্গে শশী পাঁজার বক্তব্য, কীভাবে বিজেপির নেতারা সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, এটি তার একটি নমুনা। যখন দরকার হয় বাংলার বিরোধী দলনেতা শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে খালিস্তানি বলেন। এর শেষটা কবে হবে। মানুষকে খালিস্তানি, উগ্রপন্থী, বাংলাদেশি তকমা লাগানোয় কবে দাঁড়ি টানা হবে।

তৃণমূলের শাসনে এক দশকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘটেছে সার্বিক অগ্রগতি

প্রতিবেদন : এক দশকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। বাম আমলে কী ছিল, আর তৃণমূলের এক দশকে কী হয়েছে, তা তুলনা করে তৃণমূল দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের সৌজন্যে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি দফতরের খোলনলচে বদলে গিয়েছে। উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যে তৈরি হয়েছে বহু স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি।

২০১১-র সঙ্গে ২০২২-এর তুলনা করলেই বোঝা যাবে, ঠিক কোথায় এগিয়ে গিয়েছে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা। মাত্র এক দশকে বাংলায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। হাজার হাজার নতুন ক্লাসরুম, ক্যাম্পাস তৈরি হয়েছে। শিক্ষা হয়েছে সহজলভ্য। ২০১১ সালে বাংলায় স্কুল ছিল ৬১ হাজার ৩২৬টি। ২০২২-এ সেখানে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪ হাজার ৭৪৪টি। কলেজ ছিল ৩৬৮টি। ২০২২-এ সেখানে কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১৪টি। ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১১-য় ছিল ২৬টি। ২০২২-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮টি।

প্রতিটি স্তরেই শিক্ষা আরও সহজলভ্য হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৪৯ হাজার ৯০৮ থেকে হয়েছে ৭৫ হাজার ২৯৫টি। উচ্চ প্রাথমিক ২ হাজার ৬২৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ৭৩৫। এবং উচ্চমাধ্যমিক ৪ হাজার ৩৪১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ হাজার ৪১৯টি। সেইসঙ্গে যাতায়াতের দূরত্ব কমেছে, বেড়েছে উপস্থিতি। বেশি সংখ্যায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুল হয়েছে। বাড়ির কাছেই একাদশ-দ্বাদশের ক্লাস এবং স্কুলছুটও কমেছে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৫৭৪টি। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির ফলে যেমন বেড়েছে সাক্ষরতা, তেমনই পড়াশোনা শেষ করার পর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে স্কুল-ব্যাগ বিতরণ থেকে শুরু করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, দৃষ্টিশক্তিহীনদের জন্য বিশেষ ব্রেল হরফে লেখা পুস্তকও বিনামূল্যে প্রদান, বিনামূল্যে স্কুলের জুতো দেওয়া, বিনামূল্যে স্কুলের পোশাক প্রদান, মিড-ডে মিলের সার্বিক বিতরণে মিলেছে প্রভূত সাফল্য। তারপর কন্যাশ্রীর মতো বিশ্বসেরা প্রকল্প রয়েছে, যা রাজ্যে স্কুলছুট কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়া আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্ষেত্রেই সুচারু পরিষেবা রাজ্যকে সাফল্যের পথে অগ্রগণ্য করে তুলেছে।

■ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে এক অনুষ্ঠানে ভক্তদের হাতে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা। শনিবার।

ছটপুজোর আগে গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনে মেয়র

প্রতিবেদন : কালীপুজোর পর এবার ছটপুজোর প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। আজ, রবিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা ও সোমবার ভোররাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে ছটপুজো। কলকাতা পুরসভা এবং পুলিশের তরফে কলকাতা সংলগ্ন গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট, পুকুর, ঝিল ও অস্থায়ী কৃত্রিম জলাশয় বানিয়ে ছটপুজোর সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পুর-কমিশনার ধবল জৈন ও অন্য বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে দইঘাট ও তক্তাঘাট পরিদর্শন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সব ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখে দেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। জল ও পরিবেশ দূষণ রুখতে কোনওভাবে যাতে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)-এর নির্দেশ যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে পুর-কর্তৃপক্ষের তরফে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, কলকাতায় গঙ্গার যে মূল ঘাটগুলি আছে, ছটপুজোর জন্য সেখানে বিশেষ চেইন সিস্টেম করা হয়েছে। রবিবার ও সোমবার ছট উপলক্ষে প্রচুর মানুষের সমাগম হবে। তাই ঘাটগুলিতে বিশেষ মাইকিং ও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। গঙ্গার বুক থেকে রিভার ট্রাফিক পুলিশের লঞ্চ, নৌকা ও স্পিডবোট সর্বদা নজর রাখবে।

ইতিমধ্যেই পুর-কমিশনারের তরফে কোন অফিসার কোন এলাকায় দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর-সহ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট ছাড়াও বহু পুকুর ও কৃত্রিম জলাশয় মিলিয়ে এবছর মোট ১৮৮টি জায়গায় ছটপুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গা ও পুকুর মিলিয়ে মোট ১৫৩টি ঘাট প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি কেএমডিএ-র উদ্যোগে

■ ছটপুজোর আগে দইঘাট, তক্তাঘাট-সহ শহরের গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন পুরকর্তা, পুলিশ-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। শনিবার।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সতর্কতা

শহরের ১৩টি স্থানে ২৯টি ঘাটে ছটপুজোর আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব ঘাটে মহিলাদের বস্ত্র বদলের জন্য পৃথক ঘর, বায়ো টয়লেট ও আলো-জলের ব্যবস্থাও থাকছে। শহরের ছ'টি ওয়ার্ড— ৬৮, ৮৫, ৮৮ ও ৮৯ নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ছ'টি কৃত্রিম পুকুর তৈরি করা হয়েছে, যাতে নিরাপদে পুজো সম্পন্ন হয়। বাগবাজার, কুমোরটুলি, মায়ের ঘাট, আহিরিটোলা, শোভাবাজার, প্রিন্সেপ ঘাট, দইঘাট, বাজে কদমতলা ঘাট ও বাবুঘাট-সহ প্রত্যেকটি ঘাটেই চলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ।

এছাড়াও হাইকোর্টের নির্দেশে প্রতিবারের মতো এবারও ছটপুজোয় বন্ধ থাকছে রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবর। ইতিমধ্যেই কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)-এর তরফে দুই সরোবরের গেটে বন্ধের বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেএমডিএ সূত্রে খবর, আগামী রবিবার সকাল ১০টা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবর সাধারণের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বন্ধ গেটের বাইরে থাকবে ব্যারিকেড ও পুলিশি নিরাপত্তা। তবে গঙ্গা ও পুকুরের জল যাতে দূষিত না হয়, সেই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ৪

সংবাদদাতা, হুগলি : ভোর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মৃৎশিল্পীর। ঘটনায় আহত আর ২। হুগলির গুড়াপে জাতীয় সড়কের উপর ডানকুনিমুখী লেনে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১০৭ গাড়ি করে চালক-সহ মোট তিনজন মৃৎশিল্পী আসানসোল থেকে হিঙ্গলগঞ্জ যাচ্ছিলেন। গুড়াপ থানার কানাজুলি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে ১০৭ গাড়িটি। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা চারজনই গুরুতর জখম হন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পার্থক্য

চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সুরক্ষা দিতে কড়া বার্তা এবং নির্দেশিকা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এব্যাপারে যে কোনওরকম আপস করা হবে না তা মুখ্যসচিবের ডাকা নবান্নের বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। যে নির্দেশিকাগুলি মেনে চলতে হবে বলে জানিয়েছেন, সেগুলি হল— হাসপাতালে প্রত্যেকের পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক হল। বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তাকর্মীরা সর্বত্র ঢুকতে পারবেন না। সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিচুস্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পুলিশি যাচাই করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই সমস্ত কর্মীরা নিয়ম মেনে কাজ করছে কি না, সেই কাজের নজরদারির রিপোর্টও তৈরি করতে হবে। শৌচাগার ও হাসপাতালের ভিতরের নিরাপত্তা নিয়ে রোগীদেরও সচেতন করতে হবে। এছাড়াও হাসপাতালের সর্বত্র সিসিটিভি লাগাতে হবে। প্রত্যেকটি সিসিটিভি যাতে কাজ করে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে মনিটরিং চালাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশগুলি লাগু করতে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনও ক্ষেত্রেই এতটুকু শৈথিল্য মেনে নেওয়া হবে না। হাসপাতালগুলি থেকে একটিও অভিযোগ আসুক তা চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় কোনও একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ ব্যবস্থা নেন এবং কোথাও কোনও শৈথিল্য থাকলে তা মেরামত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলিতে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রবল চেষ্টা। পার্থক্যটা বুঝতে হবে।

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপির কীর্তি, মান যাচ্ছে দেশের

একের পর কীর্তি হয়েই চলেছে ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যসমূহে। গত কয়েক দিন ধরেই। মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ, শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সাতারার একটি হোটেল থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। হাতের তালুতে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে গিয়েছেন। এসআই ছাড়াও তাঁর বাড়ির মালিকের পুত্রের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন। আর সেসব চাপা দিতে অনবদ্য পদক্ষেপ ডবল ইঞ্জিন সরকারের। স্থানীয় থানার পুলিশ আত্মঘাতী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে 'দুর্ব্যবহার' এবং কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ দায়ের করেছে। ফলটন গ্রামীণ থানার ইনস্পেক্টর সুনীল মহাধিক তাঁর চিঠিতে দাবি করেছেন, ওই তরুণী চিকিৎসক পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না। আধিকারিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন প্রায়ই। রাজ্যের নাম ত্রিপুরা। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। পুলিশ সাউন্ড বক্স বন্ধ করেছিল বলে ওসিকে নামিয়ে মারের অভিযোগ। কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। সেখানে একটি গাড়িতে মঞ্চের মতো একটা স্টেজ তৈরি হয়েছিল। চলছিল গানবাজনাও। বিশাল শোভাযাত্রার জেরে তুমুল যানজট তৈরি হয়। পুলিশের তরফে ওই ওসি গিয়ে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের আবেদন জানান ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে। এর পাশাপাশি কম আওয়াজে সাউন্ড বক্স বাজানোর কথাও বলেন। তবে পুলিশকর্তার কথায় কর্ণপাত করেননি পুজো উদ্যোক্তারা। ফলে ওসি নিজেই ওই গাড়িতে উঠে সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দেন। এরপরই তাঁকে টেনে নামানোর চেষ্টা করেন উত্তেজিত উদ্যোক্তাদের একটা বড় অংশ। ওই গাড়ি থেকে ওসিকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে চলতে থাকে কিল, চড়, লাথি, ঘুসি। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যায় বিশাল বাহিনী। তাদের সঙ্গেও বচসা শুরু করেন ক্লাব কর্মকর্তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। ধর্মনগর যাওয়ার সময় আমবাসায় পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। পরিস্থিতি কতটা খারাপ হলে শাসক দলের নেত্রীকে আটকে দেওয়া হয়! তবে সবচেয়ে মারাত্মক কাণ্ডটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। চরম ন! ন্যক্কারজনক ঘটনা। বিশ্বকাপ খেলতে এসে ইন্দোরে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের দুই সদস্য। বৃহস্পতিবার সকালে ওই দুই মহিলা অজি খেলোয়াড় হোটেল থেকে ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন। তখনই বাইকে চেপে এক ব্যক্তি তাঁদের শ্লীলতাহানি করে। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। ইন্দোরের মাটিতে এমন ঘটনা ঘটায় দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সন্দেহ নেই। এই বিজেপিকে বাংলায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

—রঞ্জন ভদ্র, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মমতা-অভিষেকের নেতৃত্বে আশ্বস্ত বঙ্গবাসী

আগে সিপিএম জমানায় মানুষ দেখেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে ত্রাণ-রাজনীতি। একই রকম নোংরামো দেখল পশ্চিমবঙ্গ গেরুয়া পার্টির সৌজন্যে, এবার। কিন্তু এই প্রতারণার প্রহরে ব্যতিক্রমী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখছেন অধ্যাপক **শ্যামলকুমার দরিপা**

এই রাজ্যে, দেশে তথা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয় নতুন নয়। তবু সে-ই বিপর্যয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কেমন, সেটা দেখেই অনেকক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, রাষ্ট্রের শাসন কতটা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। এ রাজ্যে অতীতে বাম জমানায় বহুবার বহু বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে এবং প্রতিবারই বাম সরকারের অপদার্থতার কারণে নিরীহ মানুষ ঘরবাড়ি এবং সর্বোপরি প্রাণ হারিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের

শাসনকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতায় সে অবস্থা বদলেছে। একটা কথা না বললেই নয়, এই ধরনের বিপর্যয়, মানুষের বিপন্নতা নিয়ে নোংরা রাজনীতির নজিরও সিপিএম জমানায় কম ছিল না। ঠিক একই কায়দায় মানুষের ভয়াবহ বিপদের দিনে, ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়েও রাজনীতি করতে আসরে নেমে পড়েছে মোদির অনুগামীরা। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। রাম-বামের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা তো আসলে মানুষের বিপদে লুটেপুটে খাওয়া। তাই আরও একবার ভোটবাক্সের রাজনীতি করতে করতে নিকৃষ্টতম মানসিকতার পরিচয় দিল দিল্লির জমিদার আর তাদের অনুগামীরা।

প্রসঙ্গ অবশ্যই ক'দিন আগে উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যা। এতদিনে আমরা এ-ও জানতে পেরে গেছি যে এ-ই বন্যা কতখানি 'মনুষ্যসৃষ্ট'। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভুটানের অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায় জল ছাড়ার কারণেই এই বন্যা। মোটামুটিভাবে তাঁর কথাতেই সিলমোহর দিয়েছেন বিভিন্ন স্তরের পরিবেশবিজ্ঞানীরা। এই অবস্থায় যেকথা না বললেই নয়, তা হল ভুটানের এই বেপরোয়াভাবে জল ছাড়া প্রকৃতপক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রকেরই ব্যর্থতার প্রতিফলন। একদিকে আমাদের ভ্রমণপিয়াসী প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগেই ভুটানে গিয়ে রাজা-রানির সঙ্গে সৌজন্যবিনিময় করে এলেন। আর অন্যদিকে ভুটানের এই আচমকা জল ছাড়ার ব্যাপারে আমাদের দেশের বিদেশমন্ত্রকের কাছে না কি আদৌ কোনও খবর ছিল না! বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, বিষয়টি তিনি 'খতিয়ে দেখবেন'। কিন্তু আর কবে? মাঝে মাঝে মনে হয় কবীর সুমন বোধহয় এই অপদার্থ এবং স্বাধীন ভারতের নিকৃষ্টতম কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশেই লিখেছিলেন : "কত হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে,/ বড্ড বেশী মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে।" ভারত-ভুটানের "বন্ধুত্ব" কি তবে ঘুচে গেল? ভুটানও কি তাহলে আমেরিকার মতো "প্রাইম মিনিস্টার মোডি"-কে শেষমেশ বুড়ো আঙুল দেখাল! দেশবাসী কি মনে করে বলতে পারবে শেষ কবে ভারতে কোনও কেন্দ্রীয় সরকার এতটা অযোগ্য, অপরিণামদর্শী ছিল?

উল্টো দিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউবিএসএমডিএ)-এর তহবিলে অনুদানের জন্য সময়োচিতভাবে যথোপযুক্ত আবেদন জানানো হয়েছিল। ভরসার কথা একটাই, আমাদের জন্য, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের জননেত্রী, বাংলার জননী, বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রয়েছেন আগামীর কান্ডারি জননেতা সাংসদ, বাংলার যোদ্ধা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এবং অভিষেক নিজেরা যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ এবং এক লক্ষ টাকা ত্রাণ তহবিলে দান তো করেছেনই, সঙ্গে তৃণমূল সরকারের সমস্ত মন্ত্রীকে এক লক্ষ টাকা করে ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের অসহায়তা নিয়ে রাম-বামের নোংরা, নির্লজ্জ রাজনীতির প্রদর্শনের দিনে এমন মানবিক দুজন পথপ্রদর্শক এবং অভিভাবক যে বাংলার রয়েছে, সেটা ভেবেই আশ্বস্ত লাগে।

সামাজিক মাধ্যমে কিছুকাল আগে থেকেই, সম্ভবত আমফানের সময় থেকে, একটা ছবি খুব ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে মানবিক, জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়ের রাতে একা প্রচণ্ড বিদ্যুচ্চমকের মধ্যেও বুকে করে আগলে ধরে রেখেছে এই বাংলার, এই পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রকে। এটাই হল বাংলার প্রকৃত ছবি। কিন্তু তার সঙ্গে আরেকটি যে ছবি আপামর বাংলার মানুষ মনে মনে এঁকে নিয়েছে, সেটি হল বাংলার ওপর আছড়ে পড়া সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা আর একা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সামলাতে হয় না। এখন এবং এখন থেকে অন্তত আগামী এক শতাব্দী তার সঙ্গে বাংলার প্রহরী হয়ে থাকবেন একবিংশ শতকের বাংলার বাঘ, বাংলার যুবসম্প্রদায়ের ভরসাস্থল, তাদের অনুপ্রেরণা, দুঃসময়ে তাদের 'নিহিত পাতালছায়া' জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলছেন : "তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে,/ তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে...কান্নাকাটি ধরব না।" এমন নির্ভীক সেনাপতি যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন আমাদের নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। দিল্লির জমিদারেরা বারবার বাংলাকে ভাঙার চেষ্টা করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলার কোনো উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন নেই আর কেউ চাইলেও করতে পারবে না। এ বাংলা অখণ্ড বাংলা, এ বাংলা মা-মাটি-মানুষের বাংলা, এ বাংলা মমতা আর অভিষেকের বাংলা। তবে একটা ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরি। দিল্লির দাঙ্গাবাজ, জুমলাবাজ, মিথ্যাবাদী, বাংলাবিরোধী, পচা শামুক দলটি বাংলাকে ধ্বংস করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আর পচা শামুকেই কিন্তু কোনও কোনও সময় পা কেটে যায়। বাংলার পা যাতে সেই পচা শামুকে না কাটে, তার জন্য আমাদের পা মেলাতে হবে বাংলার জননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার আগামীর কান্ডারি জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে। তবেই বাংলা এবং বাঙালি অখণ্ড এবং নিরাপদ থাকবে। তাই আমরা আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে শুধু বিপুল ভোটে জয়যুক্তই করব না, বরং শপথ নেব যেন একটি ভোটও বাংলাবিদ্বেষী দাঙ্গাবাজ বিজেপির পক্ষে না যায়। আর মনে রাখব, আমাদের অভিভাবক, ভরসা দু'জন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের হাত ধরেই আমরা 'মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে।'

রাজনৈতিক নিয়োগ! 'স্মৃতিভ্রষ্ট' গদ্দারকে কড়া জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : চালুনির আবার সুচের বিচার! ভণ্ডামি যাদের চরিত্রে, তারা আবার রাজনৈতিক নিয়োগ নিয়ে বাংলার জবাব চাইছে। কী বিচিত্র অভিযোগ! একটার পর একটা রাজনৈতিক নিয়োগ করছে নিজেরা। তারপর আবার তারা কোন সাহসে বাংলাকে 'রাজনৈতিক নিয়োগ' নিয়ে জবাবদিহি করতে বলে? তৃণমূলের সাফ কথা, যে দল প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের রাজনৈতিক নিয়োগকেন্দ্রে পরিণত করেছে, তারা এখন প্রশ্ন তুলবে। নিজেরা অসততার কাজ করে সততার মুখোশ পরে ঘুরবে। এই হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারের অবস্থা।

তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি এবং বিজেপির অতিসক্রিয় নেতাদের একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রশ্ন ছুঁড়ে দলবদলু গদ্দার অধিকারীর দিকে। তৃণমূলের সাফ কথা, 'লোডশেডিং অধিকারী' এখন নির্বাচন-নিষ্ঠা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন! মনে হয় ওনার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তাই কয়েকটা ঘটনা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।

১) অসমের রাজ্যপাল পদে থাকাকালীন গুলাবচাঁদ কাটারিয়া রাজস্থানে বিজেপির এক নির্বাচনী সভায় যোগ দেন। ২) মধ্যপ্রদেশের সাতনায় ভোটের ঠিক আগে জেলাশাসক ও পুর

কমিশনারকে আরএসএসের এক অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ৩) কর্নাটকের পঞ্চায়েত অফিসার প্রবীণ কুমার কেপি, আরএসএসের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে তাদের পোশাক পরে হাজির হন। ৪) এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখরকুমার যাদব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। ৫) বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র আরতি অরুণ সাথেকে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এরপর লোডশেডিং অধিকারীর কোনও কথা বলা উচিত নয়। কথা বলা উচিত নয় এই 'সততা'র ধ্বজাধারী বিজেপির। দলবদলু লোডশেডিং অধিকারীর যুক্তি যদি ধরা হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির উচিত অবিলম্বে সেই সমস্ত সাংবিধানিক পদ— যেমন রাজ্যপাল বা হাইকোর্টের বিচারপতি, যেগুলো বিজেপির লোকজন দখল করে রেখেছে, সেগুলো খালি করে দেওয়া। আর বাকি ক্ষেত্রগুলোয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও একই কাজ করা উচিত। কিন্তু তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই— কারণ ভণ্ডামিই তো বরাবর বিজেপির চরিত্র। তাই গদ্দার অধিকারী মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের এক বিএলও রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। নির্বাচন কমিশনের সিইওর কাছে আবেদন করেন তাঁকে সরিয়ে দিতে এবং প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের নির্বাচনী নিষ্ঠা নিয়ে। বিএলও হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনও রাজনৈতিক পদে থেকেও থাকেন, তাহলে বিজেপি যে রাজনৈতিক নিয়োগ করেছে, তার কী যুক্তি দেবে? তাহলে কি তাঁদেরকেও সরানোর দাবি করবেন লোডশেডিং অধিকারী? সে প্রশ্নও থাকল।

■ উত্তর কলকাতার ৪৫ নং ওয়ার্ড জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে ছটপুজোর সামগ্রী বিতরণ। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, কৃষ্ণপ্রতাপ সিং-সহ অন্যরা।

■ হাওড়ার ৪১ নং ওয়ার্ডে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ছটপুজোর সামগ্রী বিতরণ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, সৈকত চৌধুরি, পূর্ণেন্দু ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ ছটপুজো উপলক্ষে পুলিশ ও পুর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বালির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করলেন বালির পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার-সহ অন্যরা।

■ গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। শনিবার।

রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, ধৃত ১

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন, পাশে পড়ে ধারালো অস্ত্র। দেগঙ্গায় সাতসকালে ঘর থেকে এক উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। মৃতের নাম বাবলু কর্মকার (৪৭)। দেগঙ্গা বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই ঘটনায়। প্রাথমিক অনুমান, মদ্যপানের আসরেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। এই ঘটনায়

উত্তর ২৪ পরগনা

একজনকে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পেশায় দিনমজুর বাবলু একাই থাকতেন। পাশের ঘরে থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা। বাবলু নেশা করতেন। প্রতিদিন রাতে নিত্যনতুন বন্ধুদের সাথে মদ্যপানের আসর বসত। শুক্রবার রাতেও মদ্যপান করছিল সে। শনিবার সকালে তাঁর মা ও প্রতিবেশীরা বাবলুর নিথর দেহ দেখতে পায়। বিছানায়, মশারিতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগও ছিল বলে জানান তাঁরা। ঘটনাস্থলে দেগঙ্গা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। মদের আসরে গন্ডগোলের জেরে খুন না অন্য কিছু খুনের পিছনে তার তদন্ত শুরু করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

সাংসদের ১৯ লক্ষে প্রাথমিক স্কুলে হবে ডাইনিং হলের ছাদ

প্রতিবেদন : সাংসদ তহবিলে আধুনিক হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডাইনিং হল। শনিবার জয়নগরের বহড়ু হাসিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত রবার বল প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী মঞ্চে ঘোষণা করেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাইনিং হলের ছাদ নির্মাণ হবে। প্রতি বছরের মতো এবছরও হাসিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রবার বল খেলার আয়োজন করে হাসিমপুর কল্যাণ সংঘ। ৫৫তম বর্ষের প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শনিবার সন্ধ্যায়। পায়রা উড়িয়ে ও রবার বলে শট মেরে খেলার সূচনা করেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা এই খেলার উদ্যোক্তা মতিবুর রহমান লস্কর প্রমুখ।

■ অনুষ্ঠানে সাংসদের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন মতিবুর রহমান।

■ দত্তপুকুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার শনিবার বাড়িতে গেল পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাসের নেতৃত্বে তিনজনের প্রতিনিধিদল। দত্তপুকুর থানার পুলিশ শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে। তুলিকা দাস জানান, স্থানীয় মানুষ এবং পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তকে তাড়াতাড়ি ধরা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাইছি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

■ হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য অনুপ চক্রবর্তীর উদ্যোগে উত্তর হাওড়ার ১৫ নং ওয়ার্ডের প্রায় ৭০০ জনের হাতে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। ছিলেন হাওড়া জেলা(সদর) তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, অরিজিৎ বটব্যাল-সহ অন্যরা।

মণ্ডপ খুলতে গিয়ে মৃত্যু

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : মণ্ডপের বাঁশ খুলতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক যুবকের। মৃতের নাম দীপ চৌধুরী (৩২)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। কালীপুজোর মণ্ডপ খোলার সময় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। বাঁশের মধ্যে আটকে থাকা দেহ নামাতে আসেন দমকল আধিকারিকেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কীভাবে এবং কেন এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্য
26 October, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী সোম এবং মঙ্গলবার ছটপুজো। এই উপলক্ষে মানুষ গঙ্গায় নেমে পুজো সারবেন। মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চক্ররেলের পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল রেল

হাসনাবাদে শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থকের তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফের সিপিএমে ভাঙন। হাসনাবাদ ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শতাধিক সিপিএম কর্মী, সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি আনন্দ সরকার নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দলীয় নির্দেশ মেনে জনসংযোগে মন দিয়েছেন। ব্লক সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বরুণহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ নং বুথের শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থক শনিবার তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। এই বুথের প্রবীণ দলীয় কর্মী ও স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সুস্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। জনসংযোগের মধ্য দিয়েই আনন্দ সরকার তাঁর কাজ শুরু করেন। দলত্যাগী সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের হাতে তিনি তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। এতে ব্লকের রাজনৈতিক পরিবেশে ইতিবাচক বার্তা পড়েছে। দলীয় শক্তি আরও মজবুত হল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত স্থানীয়রা নবনির্বাচিত সভাপতির আন্তরিকতা ও সক্রিয়তার প্রশংসা করেন। আনন্দ সরকার বলেন, দলের পুরনো কর্মী-সমর্থক এবং নতুন সদস্যরাই আমাদের শক্তি। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

■ কর্মী-সমর্থকদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার।

মুখে পাথর গোঁজা, ওড়িশায় উদ্ধার বাংলার শ্রমিকের দেহ

প্রতিবেদন : আলিপুরদুয়ার থেকে কেরলে কাজ করতে গিয়েছিল হাঞ্জালা ফিরদৌস (২১)। সেখান থেকে ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এরপর তার দেহ পাওয়া যায় ওড়িশায়। মুখে পাথর গোঁজা এবং গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহ। পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার লছমনডাবরি গ্রামে। হাঞ্জালার পরিবার জানাচ্ছে, মাস দেড়েক আগে সে কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিল। গত ১২ অক্টোবর বাড়ি ফেরার জন্য সেখান থেকে ট্রেনে ওঠে সে। ১৩ তারিখেও বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনে কথা হয় তার। কিন্তু তারপর থেকেই ছেলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। ১৫ তারিখ পার হয়ে গেলেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় বাধ্য হয়ে জিআরপির দ্বারস্থ হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। এরপর শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে গঞ্জাম জেলায় দেহ পাওয়া গিয়েছে। গোটা ঘটনায় খুনের অভিযোগ এনেছে মৃতের পরিবার। ছেলেটির গলায় কেন ফাঁস লাগানো ছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মৃতের এক আত্মীয়া বলেন, কোনও রাজ্যে গিয়ে বারবার এইভাবে বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। বাংলার শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে কোনও নিরাপত্তা নেই। তাঁরা এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের দাবি করেছেন।

■ মৃত হাঞ্জালা ফিরদৌস (বাঁদিকে)। খবর পেয়ে মৃতের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়।

কংক্রিটের শহরে জৈব হাট যেন আশ্চর্য প্রদীপ

প্রতিবেদন : শহরে বসে জৈব সারের তৈরি সবজি খাওয়া যাবে এমন ভাবাটা যেন দুঃস্বপ্নের সমান। কিন্তু এই অসাধ্যকে সাধন করেছে রাজ্য সরকার। নিউটাউনে তৈরি হয়েছে জৈব হাট। যার অন্যতম কান্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেক মাসেই চতুর্থ শনিবারে নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া ১-এর বাগজোলা খালের উত্তর পাড়ে যাত্রাগাছিতে তৈরি ছয়তলা ভবনে হয় আলোচনা সভা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, দোলা সেন, ড. সৈকত সাহা, প্রকল্প সহকারী সুদীপ রাহা, কৃষি বিশেষজ্ঞ রফিকুল আলম সাহানা প্রমুখ। এদিন পূর্ণেন্দু বসু বলেন, নিউটনের মতো এলাকায় এই ধরনের জৈব সারে উৎপন্ন সবজি পাওয়া সত্যি আশ্চর্যেরই ব্যাপার। তিনি সুস্থায়ী কৃষি পরিবারকে আবেদন করেন এই ধরনের বিপণি যাতে আরও বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন, মানুষের এই জৈব হাটে আসা উচিত এবং সেখানে এসে দেখা উচিত এখানে কী ধরনের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আদতে এই হাটটা কী? শহরের বুকে দাঁড়িয়েও যে এ ধরনের জৈব সারের তৈরি সবজি পাওয়া যায় তা সকলের জানা উচিত। অপরদিকে দোলা সেন বলেন, আপনারা এখন থেকে এসে সপ্তাহের বাজার করে নিয়ে যান। মুদি থেকে সবজি, মাছ-মাংস সব পাবেন। সবই জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত। কোনও জিনিসের গুণমান নিয়ে সন্দেহ হলে এই ভবনেই গবেষণাগার রয়েছে, সেখানে পরীক্ষা করেও নিতে পারেন।

■ নিউটাউনে জৈব হাটে শহরে জৈব জীবন আলোচনায় পূর্ণেন্দু বসু, দোলা সেন-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার।

■ নাইয়া পাড়া পঞ্চাননতলা জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা করলেন পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরপ্রধান প্রণব কুমার দাস-সহ অন্যরা।

■ ছটপুজো উপলক্ষে হাওড়ার ২৯ নং ওয়ার্ডে বাড়ি গিয়ে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই, মধ্য হাওড়া তৃণমূল সহ-সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভারী বৃষ্টি

প্রতিবেদন: রবিবার থেকেই আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরের জেলায় রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টি হবে। তবে বুধবারের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হবে মালদা, উত্তর দিনাজপুরে। কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে আগামী দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দিনভর পরিষ্কার আকাশ। দক্ষিণা বাতাসের দাপট থাকবে। সোমবার রাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হতে পারে। কৃষকদের পরামর্শ, মাঠে পাকা ফসল থাকলে তা তুলে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের চাষিদের। নিচু এলাকায় জল জমতে পারে। পাহাড়ের দৃশ্যমানতা কমতে পারে ভারী বৃষ্টির কারণে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল 'মন্থা'র

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাকিনাড়াতে ল্যান্ডফল হবে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা। ল্যান্ডফলের সময় গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৭ তারিখের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু লাগোয়া সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে।

■ বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রর সহযোগিতায় লিলুয়ার মহাবীর চকের বাসিন্দাদের হাতে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। কৈলাশ মিশ্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরজিৎ চক্রবর্তী, রিয়াজ আহমেদ, সুবীর রাউত-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ বদলের অভিযোগ ফালাকাটায় মৃত গণেশ দাসের পরিবারের। দু'জনকে একই দেখতে বলেই বিভ্রান্তি

আমার বাংলা
26 October, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

নির্মাণকাজ শেষ ● খুলছে দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ স্থানীয়দের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিরিক-শিলিগুড়ির মাঝে বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুধিয়া সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করে ছন্দে ফিরবে উত্তর। সেই কথা রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। খুশি পাহাড়বাসী-সহ শিলিগুড়ি। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত হয়েছিল উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা। পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধস নেমেছিল একাধিক এলাকায়, হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়েছিল দুধিয়া সেতু। পরিদর্শনে এসে কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খুব শীঘ্রই হবে বালাসন নদীর ওপর ভেঙে পড়া সেতুর বিকল্প অস্থায়ী সেতু। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয় হিউম পাইপ দিয়ে সেতু নির্মাণের কাজ। ১৫ দিনের মধ্যেই নতুন অস্থায়ী সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। কথা রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খুশি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে

পর্যটক মহল। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত ৪ অক্টোবরের তুমুল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে বালাসন নদীর উপর ভেঙে পড়ে দুধিয়া সেতুর তিন নম্বর পিলার, দার্জিলিং-মিরিক-সহ শিলিগুড়ির সাথে বিচ্ছিন্ন হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছেন। ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে বেইলি ব্রিজ তৈরি করে দেওয়ার জন্য নতুন করে আবারও শুরু হতে চলেছে মিরিক-শিলিগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার জন্য খুশি এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে স্বস্তি ফিরেছে পর্যটকদের, জানালেন গাড়ি চালক সুকদেন শেরপা। দুধিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা লিলি গুরুং জানান, দিদির ওপর ভরসা ছিল, দিদির আশ্বাসে নতুন করে ঘর সাজানোর চেষ্টা করেছি। দিদি বাড়ি করে দিয়েছেন, আমাদের কাছে দিদি দেবতা। প্রসঙ্গত, বিধ্বস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বালাসন নদীর উপর সেতু ভেঙে যাওয়ার কারণে। তার জন্য বিপুল সংখ্যক পর্যটক মিরিক কিংবা দার্জিলিংয়ে যেতে পারেননি।

অন্যদিকে দার্জিলিং থেকে মুখ ফেরানো পর্যটকদের জন্য ভেঙে পড়েছিল পর্যটন পরিকাঠামো! হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, পুজোর মরশুমে উত্তরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেকটাই চিন্তায় ফেলেছিল রাজ্য পর্যটন দফতরকে, তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই নতুন করে অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হবে। তিনি কথা রেখেছেন, ১৫ দিনের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করে। চলতি সপ্তাহেই ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফের ছন্দে ফিরছে পর্যটন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে ছয়ে ৬ পাবে তৃণমূল : চন্দ্রিমা

■ বক্তা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আছেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সহ নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বিরোধীদের সব চক্রান্তই ব্যর্থ হবে। ২০২৬-এর বিধানসভায় ভোটবাক্স দেখিয়ে দেবে রাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্রীর পাশে। দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬টি আসনই পাবে তৃণমূল। শনিবার বুনিয়াদপুরে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মিসভায় এমনই বার্তা দিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছ'টা বিধানসভায় ছ'টাই পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীদের নাম না করেই তিনি বলেন, যাঁরা ভাবছেন উত্তরবঙ্গে কী না করে দেবেন! তাঁদের ভাবনা ভুল। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ হয়ে গেল কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতের পর রাত জেগে সেখানে ত্রাণ বিলি করলেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম বলেন, আগামী ২৬-এর লড়াই খুব কঠিন লড়াই। সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগারো সালে ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বা নানান প্রকল্প করেছেন। যেটা ভারতবর্ষের কোনও মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেননি। আজকে যে জায়গায় বিজেপি শাসিত রাজ্য সেখানে মহিলারা কোনও সম্মান পাচ্ছেন না। লাঞ্ছিত হচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন। আগামী ২৬-এর লড়াইয়ে আমরা, মহিলারা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করব। এদিনের কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, সহ-সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার, বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কমল সরকার, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র-সহ জেলার নেতৃত্বগণ।

কুপ্রস্তাবে ধৃত

● সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে, শনিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকের পরেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ট্রেনিংরত এক মহিলা চিকিৎসককে লাগাতার ফোনে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে এক বাদামওয়ালাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মৃণ্ময় দাস। সে আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ির বাসিন্দা। শনিবারই ওই যুবকের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ওই মহিলা চিকিৎসক। শনিবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদাতে পেশ করা হলে ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

উন্নয়নে দেড় কোটির টেন্ডার পুরসভার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মস্তিস্কপ্রসূত আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' নিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উৎসাহের শেষ নেই। এতদিন

যেখানে সরকারি আধিকারিক, আমলারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের স্কিম তৈরি করতেন, এখন সেটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুথের প্রান্তিক এলাকার মানুষজন নিজেদের প্রয়োজনের আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্কিম দিচ্ছেন আধিকারিকদের। মানুষের প্রয়োজন জেনে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। এখন শুরু হয়েছে সেই উন্নয়নমূলক কাজের রূপায়ণ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের ৬০টি বুথে এই প্রকল্পে ৩৫০টি স্কিম জমা পড়েছে। তার মধ্যে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৩৫টি স্কিমের কাজের জন্য শনিবার প্রায় দেড় কোটি টাকার টাকার টেন্ডার ডাকল পুরসভা। পুরসভা জানিয়েছে, টেন্ডারের স্কিমগুলোর মধ্যে রয়েছে কালভার্ট, ড্রেন, গার্ডওয়াল, রাস্তা ও স্কুলের কিছু মেরামতের কাজ। পুর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই স্কিম জমা দিয়েছেন।

দুর্ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনওরকম দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এলে তা বরদাস্ত করবে না দল। তৃণমূলের তরফে এমনটা বরাবরই বলা হয়েছে। শুক্রবার ইসলামপুর হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যা তৈরি হয়। জেলা সভাপতি তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল হাসপাতালে পৌঁছন। এখানেই এক নার্সের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের অভিযোগ ওঠে। এই ব্যাপারে রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, হাসপাতালের কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে এমন ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে সিএমওএইচও ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।

পেটপুরে খেয়ে ব্যাগ ভর্তি মিষ্টি নিয়ে চম্পট চোরের

সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাতের অন্ধকারে দোকানে ঢুকল চোর। চুরি করতে এসে টাকাপয়সা ছেড়ে পেটপুরে খেল মিষ্টি! এখানেই শেষ নয়, ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে গেল। অবাক করা ঘটনা মাথাভাঙায়। দোকান ঘরের টিনের বেড়া কেটে মিষ্টির দোকানে ঢুকে মিষ্টি চুরি করল চোর। তৈরি করা স্পেশাল মিষ্টি নিয়েও চলে যায় চোরেরা। এছাড়াও চুরি হয়েছে ইনভার্টারের ব্যাটারি এবং নগদ টাকা। চোরের এমন আজব কীর্তি মাথাভাঙায়। অবাক হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙা ১ ব্লকের পঞ্চানন মোড় এলাকায়। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সুবিনয় শীল শর্মা জানান, শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের পিছনের টিনের বেড়া কাটা। দোকানের ভেতরে সব ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেশ কিছু মিষ্টি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ব্যবসায়ী জানান, ভাইফোঁটা উপলক্ষে দোকানে তৈরি করা হয়েছিল বেশ কিছু নতুন ধরনের মিষ্টি। দামি মিষ্টিগুলি নিয়ে গেছে চোরেরা। শুক্রবার মাথাভাঙা শহরে মোবাইল দোকানে টিনের চাল ও সিলিং কেটে চুরির ঘটনার পর চোর ধরা না পড়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে মিষ্টি চোরদের খুঁজতে তদন্তে পুলিশ।

জাল শংসাপত্র কাণ্ডের পান্ডা ধৃত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: খড়িবাড়ির জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র চক্রের মূল অভিযুক্ত পার্থ সাহা অবশেষে পুলিশের জালে। শনিবার দার্জিলিং জেলা পুলিশের খড়িবাড়ি থানার আধিকারিকরা তাকে গ্রেফতার করে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে পার্থ সাহার বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই ফেরার ছিল পার্থ। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে দীর্ঘ তদন্তের পর তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 October, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ধর্মীয় বিভাজনের উদ্দেশে উসকানি, হত্যা ও গুরুতর আঘাতের চেষ্টা

গ্রামবাসী পিটিয়ে ধৃত মদ্যপ বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, জুনপুট : পিকনিক করতে গিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ও তার শাগরেদরা তাণ্ডব চালিয়ে জুনপুট কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এগরা ২ ব্লকের বিজেপি পরিচালিত বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা পূর্ত সঞ্চালক কণিষ্ক মাল-সহ ৭ জন। শুক্রবার সন্ধ্যার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। শনিবার ধৃত ৭ জনকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত দুদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, কণিষ্ক ছাড়াও পুলিশের জালে ধরা পড়েছে রাজু পাত্র, দেবকুমার পাত্র, আশিস মাল, বিশ্বজিৎ মাল, সঞ্জিৎ মাল এবং সোমনাথ মাল। সোমনাথের বাড়ি বিদুরপুর গ্রামে। বাকি ৬ জনই শ্যামপুরের বাসিন্দা। বিশ্বজিৎ মাল বাথুড়িয়া আদর্শ বিদ্যাপীঠের একজন ক্লার্ক। গত শুক্রবার দুপুরে এগরা থেকে গাড়িতে ১৫-২০ জন জুনপুট কোস্টাল থানার বগুড়ান জলপাইয়ে পিকনিক করতে যায়। বিকেল থেকে বসায় মদের আসর। শৌলা খালের পাশে প্রত্যেকেই গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় পাশের গ্রামের সবজি খেতে ষাঁড় ঢুকে ফসল নষ্ট করতে শুরু করে। ফসল বাঁচাতে গ্রামের বাসিন্দা জাহেদ খান এবং নুরুল হোসেন ষাঁড় তাড়াতে যান। সেখানেই ঘটে বিপত্তি। মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে ধৃতেরা ওই দুই গ্রামবাসীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে। এমনকী ধর্মীয় উসকানিও দেয়। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে মারধর। মদ্যপদের হাতে আক্রান্ত হন গ্রামের তিনজন। নুরুল হোসেনের বুকে পা দিয়ে খুনেরও চেষ্টা করে মদ্যপরা। গ্রামবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে জুনপুট কোস্টাল থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনায় দাঙ্গা বাধানোর উদ্দেশে উসকানি, হত্যা ও গুরুতর আঘাতের চেষ্টার মতো বেশ কয়েকটি ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। জুনপুট কোস্টাল থানার ওসি কামার হাসেদ বলেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়েই পুলিশ গিয়ে সকলকে উদ্ধার করে। মদ্যপ অবস্থায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছি। বাকিদের খোঁজ চলছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপিকে তুলোধনা করতে শুরু করে তৃণমূল। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ইন্ধনেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে তৃণমূলের দাবি। এগরা ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার দুয়ারি বলেন, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। দুষ্কৃতী এবং বিজেপি সমার্থক। আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পিকনিক করতে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে বিজেপি সদস্যের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগ স্বীকার করেছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান মনীষা গুছাইত।

■ ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য কণিষ্ক মাল।

পুলিশের হাতে ধৃত প্রতারণাচক্রের পান্ডা

সংবাদদাতা, দিঘা : টাকা নিয়ে ভুয়ো চাকরির অনুমোদনপত্র দেখিয়ে লোক ঠকানোর অভিযোগে পুলিশের জালে এবার মূল পান্ডা। দিঘা কোস্টাল থানার পুলিশ ধৃত মূল অভিযুক্ত পারবেশ আলিকে গ্রেফতার করে শনিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলে। বিচারক তাকে সোমবার পর্যন্ত জেল হেফাজত দেন। জানা গিয়েছে, আয়ুর্বেদিক ঔষধ সরবরাহকারী ওড়িশার একটি সংস্থার নাম করে লোক ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছিল ওই ব্যক্তি ও তার কিছু শাগরেদ। এই ঘটনায় পুলিশ গত বৃহস্পতিবার দিঘার খাদালগোবরা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল পান্ডা পারবেশকেও গ্রেফতার করা হয়। পারবেশের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বেতাহারে। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অটোচালকের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শনিবার দুর্গাপুরে বিধাননগরের বেসরকারি এক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রক্তের রিপোর্ট নেওয়ার জন্য এসেছিলেন জীবনবিমা নিগমের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক তপন মজুমদার। অভিযোগ, রিপোর্ট নেওয়ার পর চার চাকা গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে সামান্য আঘাত লাগে একটি অটোর পেছনে। এরপরেই ওই অটোচালক এসে তপনবাবুর চার চাকা গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে দেয়। এমনকী গাড়ির বনেটের ক্ষতি করে। বিধাননগর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তপনবাবু। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই পুলিশ অটো স্ট্যান্ডে পৌঁছে সিসি টিভি ফুটেজ দেখে অটোচালকের সন্ধান চালাচ্ছে।

ছট উপলক্ষে দামোদরের বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করে নির্দেশ জেলাশাসকের

সংবাদদাতা, আসানসোল : ছটপুজোকে সামনে রেখে শনিবার দামোদরের বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পুন্নবালম, আসানসোল পুরসভার এমএমআইসি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ঈপ্সিতা দত্ত, বোরো চেয়ারম্যান শিবানন্দ বাউরি-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘাটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দেন তাঁরা। ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাতে অতিরিক্ত জল ছাড়া না হয় তার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন জেলাশাসক। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য বোট এবং রেসকিউ টিম মোতায়েনের নির্দেশ দেন তিনি, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করা যায়। প্রশাসন জানায়, ছটপুজোর দিন সবরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি জারি থাকবে।

■ ঘাট পরিদর্শনে জেলাশাসক এস পুন্নবালম।

ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী দিলেন কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশকর্তারা

সংবাদদাতা, আসানসোল : সালানপুর থানার কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির উদ্যোগে ফাঁড়ি প্রাঙ্গণে এলাকার প্রায় ৭০ জন ছটব্রতীর হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হল শনিবার। এদিন নিজেরাই ছটব্রতীদের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেন সালানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত হাটি-সহ কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির ইনচার্জ লালটু পাখিরা এবং সমাজসেবী ভোলা সিং ও মনোজ তেওয়ারি। একই সঙ্গে এদিন মাইথন থার্ড ডাইক ছটঘাট পরিদর্শন করেন পুলিশকর্তারা। এছাড়াও বনজেমারি ও হিন্দুস্থান কেবলস এবং চিত্তরঞ্জন ছটঘাট পরিদর্শন করেন ভোলা সিং।

বল হাতে মাঠে মন্ত্রী : সবংয়ের মানুষ রাজনীতির সেরা প্লেয়ার

সংবাদদাতা, সবং : শনিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের চাঁদকুড়ি এলাকার স্কুল মাঠে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপস্থিত হন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। এদিন তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয়পর্ব সারার পর নিজেই বল হাতে মাঠে নেমে পড়েন। পর পর কয়েকটি বল নিজে হাতে করে বোলারের ভূমিকায় দেখা দেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গত ৪৫ বছর মাঠে-ময়দানে খেলেই বেঁচে আছি। সবংয়ের মানুষ বাংলার রাজনীতির ময়দানে অন্যতম সেরা প্লেয়ার। এটা বারবার টের পেয়েছে বিরোধীরা। আবারও পাবে।

■ ক্রিকেট মাঠে বোলারের ভূমিকায় সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

দুর্গাপুরে ২৫ হাজার ছটব্রতীর হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পশ্চিম বর্ধমান জেলার একদিকে রয়েছে কয়লাখনি, অন্যদিকে কলকারখানা। সেই কারণে রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল যেমন কয়লাখনি হিসেবে পরিচিত, দুর্গাপুর পরিচিত শিল্পশহর হিসাবে। শিল্প আর কয়লাখনিতে স্থানীয়দের পাশাপাশি কাজ করেন ভিনরাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষও। এক অংশের ভিন্ন ভাষার মানুষ কর্মসূত্রে স্থায়ীভাবেও বাস করেন এলাকায়। বাঙালি-অবাঙালি মিলেমিশে বসবাস করায় গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। তাই এই জেলাকে মিনি ভারত বলা হয়। এখানে হয় দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজোর মতো ঈদ, গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী থেকে বড়দিন সবই। সম্প্রীতির এই সংস্কৃতি পশ্চিম বর্ধমানে অপরিবর্তিত রয়েছে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন জেলার তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোদ্ধারা। ক'দিন আগেই ঘটা করে পালিত হয় দুর্গোৎসব। সেই উৎসবে নরেন্দ্রনাথবাবু নিজের বিধানসভা এলাকা পাণ্ডবেশ্বরে ৫০ হাজার মহিলার হাতে তুলে দেন নতুন বস্ত্র। এবার হিন্দিভাষীদের ছট উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ছট উৎসবেও উপহারের ডালা নিয়ে হাজির নরেন্দ্রনাথ। জেলার ৯টি বিধানসভা এলাকার ২৫ হাজার ছটব্রতীর হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। শুরু হয়েছে ডালা বিতরণের কর্মসূচি। সোমবারের মধ্যে সমস্ত ছটব্রতীর হাতে এই ডালা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে জেলাবাসীকে ছটের আগাম শুভেচ্ছা জানান তিনি।

■ পুজোর সামগ্রী দিচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

26 October, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৬ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

শুক্রবার সন্ধ্যায় বাসের ধাক্কায় যাত্রীবোঝাই টোটোর যাত্রী সাইন শেখের (৩০) মৃত্যু হয়। জখম হন আরও চারজন। বহরমপুর-সুলতানপুর ১১ নম্বর রাজ্য সড়কে। মৃতের বাড়ি কান্দি থানার যশোহরি গ্রামে

পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে হলদিয়ার দুই ব্লকে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষের কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, হলদিয়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি ইতিমধ্যে গোটা রাজ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জেলাজুড়ে প্রথম পর্যায়ের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া উন্নয়ন ব্লক এবং সুতাহাটা ব্লকে পৃথক দুটি উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করা হল। যেগুলির জন্য মূলত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষজন দাবি জানিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, এদিন ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকায় হলদিয়া উন্নয়ন ব্লকের চকদ্বীপা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপুর গ্রামে প্রাচীন শীতলা মন্দিরের সামনে টিনের শেড তৈরির সূচনা করা হয়। নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। দাবি জানানোর কয়েকদিনের মধ্যেই কাজের সূচনা হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌমিতা ঘড়ুই প্রধান, সহ-সভাপতি শ্রীকান্ত মাইতি, সমাজসেবী অশোক মাইতি-সহ অন্যরা। অন্যদিকে সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির আশদতলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫২ নং বুথ এলাকাতেও একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রায় ৩০০ মিটার এই রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এদিন এই রাস্তার কাজের সূচনা করেন সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ আমজাদ হোসেন, পঞ্চায়েত সদস্য তাপস সুকল-সহ অন্যরা। তাঁদের উপস্থিতিতেই নতুন পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেন ঠিকাদারের কর্মীরা।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

মঙ্গলপুর শিল্পতালুকে বিক্ষোভ আসানসোল গ্রাম বাঁচাও কমিটির

সংবাদদাতা, আসানসোল : এলাকাজুড়ে অতিরিক্ত পলিউশনের জন্য অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। মঙ্গলপুর এলাকায় বেশ কটি কারখানা রয়েছে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী পলিউশন নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের। অতিরিক্ত পলিউশনের জন্য আশপাশের এলাকার মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছেন। বেশ কিছু মানুষ মারাও গিয়েছেন। এর প্রতিবাদে মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের একটি কারখানার গেটের সামনে আসানসোল রানিগঞ্জ গ্রাম বাঁচাও কমিটির সদস্যরা বিক্ষোভ দেখালেন শনিবার। তাঁদের দাবি, কারখানাগুলো অবিলম্বে পলিউশন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না নিলে কারখানা বন্ধ করার জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত বিমাকর্মী

সংবাদদাতা, কাঁথি : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল বিমাকর্মী গৌরাঙ্গ পড়্যার (৪৭)। শুক্রবার রাতে দিঘা-পাঁশকুড়া রেল লাইনের নাচিন্দা ও হেঁড়িয়া রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে। মৃতের বাড়ি মারিশদা থানার বিলাসপুর গ্রামে। রাত প্রায় আটটা নাগাদ হাওড়া থেকে দিঘার দিকে যাচ্ছিল একটি এক্সপ্রেস ট্রেন। তার ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই বিমাকর্মীর। রেল পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশের তরফে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান দিঘা জিআরপি থানার ওসি বুদ্ধদেব কুণ্ডু।

দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু

■ শনিবার বিকেলে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সোনাচূড়া এলাকায় ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কৃষক অসিতবরণ জানার (৪০)। শোকের ছায়া নামে পরিবারে। দুপুর থেকে অসিত নিজের সবজি খেতে ট্রাক্টর নিয়ে লাঙল চালাচ্ছিলেন। সেই সময় ট্রাক্টরসহ পাশের একটি পুকুরে পড়ে যান। বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নাবালিকা-হরণে ধৃত

■ এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। নাম শুকদেব দেবনাথ। বাড়ি ভগবানপুর থানার হিঞ্জাগেড়িয়ায়। ওই যুবক কয়েকদিন আগে এক নাবালিকাকে বিয়ের নাম করে বাড়ি থেকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে নাবালিকার পরিবার মেয়ের খোঁজ না পেয়ে ভূপতিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ শুক্রবার হিঞ্জাগেড়িয়া থেকে নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন মৃৎশিল্পীর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গুড়াপ থানার কানাজুলি এলাকায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৩ মৃৎশিল্পীর। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে একটি ১০৭ গাড়িতে তিনজন মৃৎশিল্পী আসানসোলে নিজেদের কাজ মিটিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন। গুড়াপ থানার কানাজুলি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি চলন্ত গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা ৩ জনই গুরুতরভাবে আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়ি থেকে চালক-সহ ৩ জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ৩ জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। মৃত দুজন দিবাস মন্ডলের (৩০) বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জে ও কৌশিক মণ্ডলের (২৮) হাড়োয়ায়। অন্যজন নিমাই দাসের (৩৮) বাড়ি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর এলাকায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে গুড়াপ থানার পুলিশ।

তৃণমূল নেতাকে মারধরে অভিযুক্ত এলাকার বাউন্সার

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতিকে মারধরের অভিযোগে এক বাউন্সারের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হল। দুর্গাপুরের আমরাই এলাকায় ১২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি হীরালাল সাহার অভিযোগ, শুক্রবার বিকেলে মা কালীর প্রতিমা নিরঞ্জন করছিলেন তাঁরা। তখনই অভিজিৎ স্বর্ণকার নামের এলাকার এক বাউন্সার ভ্যানচালককে মারধর শুরু করে। প্রতিবাদ করায় আমাকে এবং আমার ভাইপোকেও মারধর করে। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। দলকেও জানিয়েছি।

■ জখম ওয়ার্ড সভাপতি হীরালাল সাহা।

ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

তমলুক

সংবাদদাতা, তমলুক : শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভে শামিল হলেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা। শনিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় তমলুকের জামিট্যা এলাকায়। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে প্রধান শিক্ষক-সহ জেলা স্কুল শিক্ষা দফতরের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা। জানা গেছে, তমলুকের জামিট্যা আদর্শ হাইস্কুলের শরীরশিক্ষার শিক্ষক রঞ্জিত ঘোড়াইয়ের দাপট দীর্ঘদিনের। তিনি ও অন্যান্য কিছু শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের ওপরেও প্রভাব খাটাতেন বলে অভিযোগ। আগেও বেশ কয়েকবার ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ ওঠে। এমনকি শিক্ষিকাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতেন তিনি। দুর্গাপুজোর আগে ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। সেই নিগ্রহের অভিযোগ তুলে শনিবার সকালে স্কুলের সামনে বিক্ষোভে দেখান স্থানীয় গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা। খবর পেয়ে আসে তমলুক থানার পুলিশ। অভিভাবকদের তরফে প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্কুলের এক অভিভাবক জানান, স্কুলের মধ্যে এই ধরনের পরিবেশ তৈরি হলে বাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোটাই তো নিরাপদ নয়। আমরা তাই অবিলম্বে ওই শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছি। এদিকে, গোটা ঘটনাটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সবিস্তারে জানাবেন বলেছেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতীশ পটনায়েক। পুলিশ জানায়, তারা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করবে।

পুরুলিয়ার গ্রাম থেকে স্বপ্নের উড়ানে সফল ভাস্কর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : একেই হয়তো বলে মেঘ ছুঁয়ে স্বপ্ন সফল করা! সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে পুরুলিয়া মফসসল থানার চকঝরিয়া গ্রামের তরুণ ভাস্কর দাসের। আগামী দেড় মাসের মধ্যেই জেলার প্রথম কমার্শিয়াল পাইলট হিসাবে তিনি কাজে যোগ দিতে চলেছেন ইন্ডিগোতে। শনিবার সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এই সংবাদ যখন ফোনে চকঝরিয়ায় পৌঁছায়, খুশিতে নেচে ওঠে গোটা গ্রাম। বাবা মিষ্টিমুখ করান সকলকে। পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে চকঝরিয়া গ্রাম। সৈনিক স্কুলে বিমান ও হেলিকপ্টারের ওঠা-নামা আজন্ম দেখছেন। হয়ত সেই উড়ান দর্শন তাঁর অবচেতনে নতুন স্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। বাবা কৈলাস দাস সাধারণ ঠিকাদার, মা গৃহবধূ। ছেলেকে তাঁরা সৈনিক স্কুলেই ভর্তি করেছিলেন। সেখান থেকে দশম শ্রেণি (মাধ্যমিক) পাশ করে দিল্লিতে উড়ান প্রশিক্ষণ নিতে যান ভাস্কর। দিল্লি থেকেই সুযোগ পেয়ে যান পৃথিবীর অন্যতম সেরা উড়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৩ এয়ার স্কুলে। শুক্রবার সেখানে সফল হওয়ার সংশাপত্র পেয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ইন্ডিগো। দেশে ফিরেই কমার্শিয়াল পাইলট হিসাবে ইন্ডিগোতে যোগ দেবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফোনে ভাস্কর জানান, আসলে লক্ষ্য স্থির রাখলে সাফল্য আসবেই। বিদেশে পড়ানোর মতো সামর্থ্য পরিবারের নেই। তাই পড়াশোনার জন্য ঋণ নিয়ে বিদেশে আসি। তাঁকে দেখে এবার জেলার অন্য যুবরাও এগিয়ে আসুন, এটাই চান ভাস্কর। বাবা কৈলাস দাস বলেন, একেবারে সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরাও সাফল্য পেতে পারে। সেজন্য চাই পরিবেশ ও চেষ্টা। বাংলায় এখন শান্তির পরিবেশ রয়েছে। শুধু সঠিক লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে পড়ুয়াদের।

■ দক্ষিণ আফ্রিকায় শংসাপত্র গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাস্কর দাস।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 October, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

হাতির তাণ্ডবে ফসলের ক্ষতি দেখতে গিয়ে আহত কৃষকপত্নী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সারারাত ধরে ওই এলাকায় আটটি হাতি দাপিয়ে বেরিয়েছে। তাই চাঁদড়া ডাইনমারির পিন্টু মাহাতো ও তাঁর স্ত্রী সীমা (৪২) শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে জমির দিকে গিয়েছিলেন, হাতি কতটা ক্ষতি করেছে দেখতে। জমিতে পৌঁছতেই একটি হাতি পাশের জঙ্গল থেকে তাড়া করে। জলকাদা জমিতে ছুটতে গিয়ে পড়ে যান সীমা। কিছুটা এগিয়ে যান পিন্টু। পেছন ফিরে দেখেন স্ত্রী পড়ে গিয়েছে। তাঁকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে হাতি। ধানজমির মধ্যে খুঁজে না পেয়ে ওই জায়গাটি তছনছ করে দেয় হাতিটি। ওই সময় সীমা অজ্ঞান হয়ে যান। অন্য গ্রামবাসীরা হাতিটিকে তাড়িয়ে উদ্ধার করে স্থানীয় দেপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে পাঠানো হয় মেদিনীপুরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছন চাঁদড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। পিন্টু জানান, বিঘা দেড়েক জমিতে ধান লাগানো হয়েছে। কিছুদিন পরেই কাটা হবে। সারারাত ধরে হাতি তাণ্ডব চালিয়েছে। তাই ভোর হতেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জমির দিকে গিয়েছিলাম ক্ষয়ক্ষতি দেখতে। সেই সময় একটি হাতি তাড়া করে। আল ধরে আমি পালাতে পারলেও, স্ত্রী পড়ে যায়। হাতিটি

জখম সীমাকে দেখতে হাসপাতালে বনকর্মী।

ধানজমিতে খোঁজাখুঁজি করে। হাতির পায়ের আঘাতেই স্ত্রীর বুকের পাঁজর ভেঙে গিয়েছে, ফুসফুসেও আঘাত লেগেছে। বন দফতর জানিয়েছে, হাতিকে সরানোর চেষ্টা করা হলেও হাতির গতিপথে বাধা দিচ্ছেন মানুষজন। ফলে অন্য এলাকায় হাতিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

ময়নাগুড়িতে লোকালয়ে হাতি ফেরাতে তৎপর বন ও প্রশাসন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শনিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ির পেটকাটি রেলগেট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। একটি পূর্ণবয়স্ক বন্যহাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গরুমারা জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে নদীপথ ধরে হাতিটি খাগড়াবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকায় এসে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকে মানুষের ভিড় ও আওয়াজে আতঙ্কিত হাতিটি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং পরে ক্লান্ত হয়ে নদীর জলে নেমে বিশ্রাম নেয়। কিছুক্ষণ পর সেটি রেলগেট সংলগ্ন বাঁশঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বন দফতরের রামসাই স্কোয়াড, ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এবং পিপল প্রোটেকশন স্কোয়াডের (পিপিএস)সদস্যরা। বন দফতরের তরফে সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধ জানানো হয়। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন বনকর্মীরা। বন দফতরের তরফে বলা হয়েছে, সন্ধ্যা নামলে হাতিটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সংবর্ধিত বিকাশ

সরকারবাড়ি ও দুর্গাপুর যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সর্বজনীন শ্রীশ্রী কালীমাতা পুজো উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। তাঁকে উদ্যোক্তারা সংবর্ধনা জানান।

ব্লক সভাপতি সংবর্ধিত

ইলামবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ব্লক কমিটি ও সকল অঞ্চল সভাপতির পক্ষ থেকে শনিবার সংবর্ধনা দেওয়া হল ইলামবাজারের ব্লক সভাপতি ফজলুর রহমানকে। সংবর্ধনার পর ফজলুর বলেন, দায়িত্ব পালনে নিজের সেরাটা দেব।

শ্লীলতাহানির দায়ে

ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। বীরভূমের নলহাটি থানার সুলতানপুর গ্রামে। ধৃতের নাম মসিবুল শেখ। নলহাটি থানার খয়ের বুনি এলাকায় স্থানীয় একটি সেচখালে মাছ ধরতে যায় দুই নাবালিকা। সেই সময় অভিযুক্ত আচমকা এক নাবালিকাকে জোর করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেটা দেখে অন্য নাবালিকা চিৎকার করলে স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ডিজে বাজিয়ে হুল্লোড় শোকজ আইসিকে

সংবাদদাতা, বোলপুর : কালীপুজোর রাতে বোলপুর থানার ভিতরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে উদ্দাম ডিজে বাজানোর অভিযোগে বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে শোকজ করলেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার। বীরভূম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে অধিক রাত অবধি বোলপুর থানার ভেতরে বড় বড় ডিজে বক্স লাগিয়ে হিন্দি গানের তালে পুলিশকর্মীরা নাচানাচি করছিলেন। এই ডিজে বক্সের শব্দের জেরে এলাকাবাসী তিতিবিরক্ত হয়ে অভিযোগ জানান। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শনিবার আইসি বোলপুর লিটন হালদারকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে লিটনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভাইফোঁটায় বাড়ি ফেরার পথে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : পাঞ্জাবের জলন্ধরে ফুলের কাজে গিয়ে মৃত্যু হল কোলাঘাটের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। নাম সঞ্জয় দাস (৩৪)।বাড়ি কোলাঘাটের সাহাপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায়। বছরখানেক আগে পাঞ্জাবে ফুলের কাজে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। ভাইফোঁটার পর বাড়ি আসার কথা ছিল। সেইমতো গত বৃহস্পতিবার দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস ধরে রওনা হন। লখনউ স্টেশনে পৌঁছতেই অসুস্থ বোধ করেন ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রেল পুলিশের তরফে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে বাড়ির ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। তড়িঘড়ি লখনউ গিয়ে পৌঁছন মৃতের জামাইবাবু, নাবালক পুত্র ও স্থানীয় বাসিন্দা কয়েকজন। দেহ আনার আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় শনিবার লখনউতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ওই যুবকের।

চন্দ্রকোনা থানায় পুলিশ-জনতা মিলনমেলা

মৌসুমি মাহালি • চন্দ্রকোনা

রাজ্যের বিভিন্ন থানায় কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মতো রীতিনীতি মেনে এবছরও কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল চন্দ্রকোণা থানায়। থানাসংলগ্ন কালীপুজো উৎসব কমিটি পুজোর আয়োজন করে। পুজোপর্ব মিটে গেলে প্রতিবছর নরনারায়ণ সেবার আয়োজন হয় থানাচত্বরে। এ বছর প্রায় আট হাজার মানুষ থানাচত্বরে নরনারায়ণ সেবায় ভিড় জমান। স্থানীয় ও আশপাশের বহু মানুষ হাজির হন চন্দ্রকোণা থানাচত্বরে। ওসি শুভঙ্কর রায় নিজে হাতে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন। এছাড়াও ছিলেন চন্দ্রকোণা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র। আগত মানুষদের প্যান্ডেলের ভিতরে চেয়ারে বসিয়ে যত্ন সহকারে পেট ভরে খাওয়ানো হয়। পাতে ছিল খিচুড়ি, তরিতরকারি, মিষ্টি ইত্যাদি সুখাদ্য। পুলিশের কালীপুজোয় পেটপুরে খেয়ে বেজায় খুশি সাধারণ মানুষ। চন্দ্রকোনা থানাচত্বরে পুজো উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। যেভাবে এলাকার সাধারণ মানুষকে

থানাচত্বরে চলেছে ভুরিভোজ।

সঙ্গে নিয়ে পুলিশকর্তারা পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নরনারায়ণ সেবা এবং সমাজসেবামূলক কাজ করেন, তাতে বিনা সঙ্কোচে সামিল হন সাধারণ মানুষও। পুজোর কটাদিন তাঁরাও আনন্দ উপভোগ করেন। ওসি শুভঙ্কর রায় বলেন, পুজো উপলক্ষে সমাজসেবামূলক কাজ, কমিউনিটি পুলিশিং সবকিছুই চলছে। পুলিশের শ্যামাপুজোতে সামিল হন এলাকার সকল শ্রেণির মানুষ। কটা দিন সবাই মিলে একটা পরিবার হয়ে উঠি।

ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি

(প্রথম পাতার পর)

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বেরিয়ে খাজরানা রোডে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন দুই মহিলা অসি ক্রিকেটার। সেইসময় এক বাইক চালক তাঁদের অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করে। তারপর একসময় দ্রুত তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে অভব্য আচরণ ও একজনকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করে। এই ঘটনায় উভয় খেলোয়াড়ই হতবাক হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ড্যানি সিমন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। ড্যানির অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দোর পুলিশ শুক্রবার একটি এফআইআর দায়ের করে তদন্তে নেমেছে। ইতিমধ্যেই আকিল খান নামের ওই অভিযুক্ত বাইক চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মধ্যপ্রদেশে লজ্জাজনক নারী-নিরাপত্তার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের সামনে কুণাল বলেন, মধ্যপ্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকার গোটা পৃথিবীর কাছে ভারতের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। এমনিতেই বিজেপি রাজ্যগুলিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুনের মতো অপরাধ লাগামছাড়া পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল ইন্দোরে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে আসা অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানি!

মঞ্চ থেকে নামিয়ে মারধর

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও বচসা শুরু করে ক্লাব সদস্যরা। পরে গাড়ি ও সাউন্ড বক্স বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অভিযোগ, প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় একটি গাড়িতে স্টেজ তৈরি হয়েছিল। সেখানে গানবাজনা হচ্ছিল। ফলে যানজট তৈরি হয়। ওসি ওই কর্তাদের কাছে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের আবেদন জানান। সাউন্ড বক্সের আওয়াজ কমানোর অনুরোধও করেন। তবে কেউ কর্ণপাত করেনি। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেই শোরগোল পড়েছে দেশ জুড়ে। একজন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে বিজেপি রাজ্যে, সেই ছবি দেখে অনেকেই শিউরে উঠেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল ভিডিওতে সবটা দেখা গেলেও এই ঘটনায় কাউকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশের গায়ে হাত তোলার পরেও কেন গ্রেফতারি হয়নি? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের দুঃসংবাদ বলিউডে। প্রয়াত হলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ শাহ। অসংখ্য হিন্দি ছবি থেকে ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ জানান অভিনেতা জনি লিভার

নির্যাতন-ধর্ষণের অভিযোগের মধ্যেই সামনে এল রাজনৈতিক চাপের তত্ত্ব

রিপোর্ট জাল করার জন্য চিকিৎসককে হুমকি, মহারাষ্ট্রে বহুমুখী দুর্নীতিচক্র

মুম্বই: একটি মৃত্যু, এবং তাকে ঘিরে উঠে আসা একের পর এক বিস্ফোরক তথ্যসূত্র ক্রমশ প্রকাশ করছে নেপথ্যে হয়ে চলা বিরাট দুর্নীতি ও দুষ্টচক্রের। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় মহিলা চিকিৎসক আত্মহত্যার ঘটনায় আরও একাধিক গুরুতর তথ্য সামনে এসেছে। মৃত্যুর আগে তিনি একজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বারবার ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন তিনি। এখন জানা গেছে, শুধু পুলিশ নয়, একজন সাংসদের পক্ষ থেকেও তাঁকে মেডিক্যাল রিপোর্ট জাল করার জন্য নিয়মিত চাপ দেওয়া হত। জাল মেডিক্যাল রিপোর্টের বিনিময়ে বিরাট অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের কথাও উঠে আসছে। পুলিশ-প্রশাসন এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এই দুষ্টচক্র অবাধে যাতে চলতে পারে সেজন্য চিকিৎসকের উপরেও চাপ দেওয়া হত বলে জানা যাচ্ছে।

মৃত চিকিৎসকের এক আত্মীয় আগে দাবি করেছিলেন যে তাঁকে প্রায়শই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বদলানোর জন্য এবং গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট পরিবর্তন করার জন্য পুলিশের চাপের মুখে পড়তে হত। সম্প্রতি আরও জানা গেছে, সাতারা পুলিশ যখন রাতে কোনও অভিযুক্তকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেত, তখন ওই চিকিৎসক ডিউটিতে থাকলে অভিযুক্তের শারীরিক অবস্থা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও তাঁকে 'অসুস্থ' ঘোষণা করে হাসপাতালে ভর্তি করে নিতেন। সূত্রের মতে, এমন ঘটনা তিন বা চারবার ঘটার পর পুলিশ জেলা মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। কাউন্সিল তখন চিকিৎসকের কাছে ব্যাখ্যা চায়। তাঁর চারপৃষ্ঠার লিখিত জবাবে চিকিৎসক তখন সাংসদের চাপ ও মেডিক্যাল রিপোর্ট জাল করার চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি তাঁর জবাবে নির্দিষ্ট করে সাংসদের নাম উল্লেখ করেননি। লিখিত বিবৃতিতে চিকিৎসক জানিয়েছিলেন যে অভিযুক্তকে 'ক্লিন বিল অফ হেলথ' অর্থাৎ ওই ব্যক্তির কোনও সমস্যা বা রোগ নেই লিখে দিতে অস্বীকার করায় সাংসদের দু'জন সহযোগী হাসপাতালে এসে তাঁকে হুমকি দেয়। তিনি একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে তর্ক, গালাগালি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। চিকিৎসকের খুড়তুতো ভাই সংবাদসংস্থাকে বলেন, ভুল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরি করার জন্য তাঁর উপর পুলিশ এবং রাজনৈতিক চাপ ছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমার বোনের বিচার পাওয়া উচিত। তাঁর আত্মীয় আরও অভিযোগ করেন, জুন মাসে তিনি একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারকে বিষয়টি জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে করা চিকিৎসকের অভিযোগগুলোও নাকি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। মৃতার মাসি সংবাদসংস্থাকে জানান, মাত্র দু'দিন আগেও তিনি কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছিলেন। আমরা এর বিচার চাই।

মানবাধিকার : রাষ্ট্রসংঘে ভারতের তোপে পাকিস্তান

নিউইয়র্ক: রাষ্ট্রসংঘে ফের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানকে দুরমুশ করল ভারত। ধারাবাহিকভাবে অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। অবৈধ দখলদারির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সেই বিক্ষোভ থামাতে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে প্রশাসন। পাক-আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের, আহত শতাধিক। রাষ্ট্রসংঘে এই তথ্য পেশ করে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ছবি তুলে ধরল ভারত। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতানেনি হরিশ। সেখানেই পাক-মুখোশ উন্মোচিত করেন ভারতের প্রতিনিধি। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ধারণা পাকিস্তানের জন্য দূরগ্রহের ব্যাপার। কারণ সেখানে গণতন্ত্র বলেই কিছু নেই। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রসঙ্গে হরিশ বলেন, অবৈধভাবে দখল করা এলাকায় সাধারণ মানুষ যেখানে পাকসেনার শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা বন্ধ করুক পাকিস্তান। ভারতকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করার নৈতিক অধিকারই নেই সেদেশের।

অন্ধ্র দুর্ঘটনা : স্মার্টফোনে বিস্ফোরণ আরও তীব্র হয়

কুর্নুল: অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্তকারীদের আতশকাচের নিচে এবার দুই চালকও। বাতানুকূল বাসের জানলা ভেঙে যেসব যাত্রী কোনওরকমে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তাঁদের অভিযোগের তির বাসের প্রধান চালকের দিকে। তবে কিছু যাত্রী অবশ্য সহকারী চালকের প্রশংসা করেছেন। দুর্ঘটনার সময় যে চালকের হাতে বাসের স্টিয়ারিং ছিল, তিনি আগুন লাগার পর আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার না করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, বাসে আগুন লাগার পর সহকারী চালক জানলা ভেঙে যাত্রীদের বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন বলে জানা গিয়েছে। দুই বাসচালককেই নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বেঙ্গালুরুগামী বাসে আগুন ধরেছিল ঠিকই কিন্তু সেই আগুনকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল বাসের মধ্যে থাকা প্রায় শতাধিক স্মার্টফোন। বাসের মধ্যে ২৩৪টি নতুন স্মার্টফোন ছিল। ব্যবসার সূত্রে সেগুলি ওই বাসে করেই বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হচ্ছিল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর আগুন ধরে যায় বাসে। তার মধ্যে বাসের তেলের ট্যাঙ্কারের ঢাকনা খুলে যায়। যেটি আগুন ছড়িয়ে পড়ার আরও একটি কারণ। তবে সেই আগুনকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছে বাসে থাকা ওই শতাধিক ফোন। আগুনের সংস্পর্শে আসতেই ফোনগুলির ব্যাটারিতে ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়। আর গোটা বাস আগুনের গ্রাসে চলে যায়। ফলে বাস থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগই পাননি বেশিরভাগ যাত্রীই।

ত্রিপুরায় দলের হাতে 'বন্দি' প্রাক্তন মন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে আটকে দিল বিজেপির পুলিশ। আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাচ্ছিলেন প্রতিমা। যাওয়ার পথেই গাডরেল দিয়ে তাঁর পথ আটকে দেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ প্রতিমা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। প্রকাশ্যে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রতিমার অভিযোগ, কেন পথ আটকানো হল? পুলিশ বলছে, উপরের নির্দেশ। প্রতিমা বলছেন, ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা। দলীয় কর্মসূচিতেই ধর্মনগর যাচ্ছিলেন। প্রায় ৩০ মিনিট আটকে রাখা হয় তাঁকে। পুলিশের সঙ্গে প্রতিমার তুমুল বচসা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রতিমা বলেন, যেখানে আটকানো হয়েছে সেখানে ১৬৩ ধারা ছিল না। ত্রিপুরাতে অদ্ভুত প্রশাসন চলছে। ওরা আমায় ভয় পেয়েছে।

কেরলে বামজোটে জট, কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে বিপাকে বিজয়ন

সিপিএমের দ্বিচারিতা নিয়ে সরব সিপিআই

তিরুবনন্তপুরম: সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রবল অসন্তোষ কেরলের বাম শিবিরে। কেন্দ্রের দেওয়া পিএমশ্রী অনুদান গ্রহণ করে সিপিআইয়ের তোপে পড়েছেন পিনারাই বিজয়ন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ওই টাকা গ্রহণ করায় সিপিএমের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কেরল এলডিএফের অন্যতম জোটসঙ্গী সিপিআই। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কট করেছেন সিপিআইয়ের চার মন্ত্রী। এমনকী তাঁরা ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন বলেও খবর।

কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতায় শুরু থেকেই সরব বামশাসিত কেরল। সে-রাজ্যের সিপিএম সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে, কেরলে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হবে না। কিন্তু সেই বাম সরকারই আবার কেন্দ্রের দেওয়া পিএমশ্রী অনুদান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা নিয়েই বেঁধেছে বিতর্ক। কেন্দ্র আগে জানিয়ে দিয়েছে, যেসব রাজ্য 'পিএমশ্রী' প্রকল্পের অনুদান গ্রহণ করবে, সেই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের সঙ্গে 'মউ' চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। বামেদের অন্যতম শরিকদল সিপিআই মনে করছে, মউ স্বাক্ষর করার অর্থ ঘুরপথে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা। এদিকে, পিএমশ্রী নিয়ে সিপিআই এতটাই ক্ষুব্ধ যে ভোটের কয়েক মাস আগে তারা মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও ভাবছে। সেক্ষেত্রে কেরলের বাম সরকারের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

কড়া নির্দেশিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর নির্দেশ, রোগী ও তাঁদের পরিবারের যেন কোনওভাবেই প্রতারণার শিকার না হতে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আগুন লাগলে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রতিটি হাসপাতালের দমকল ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের তরফে একাধিক কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ সমন্বয় বৈঠক করতে বলা হয়েছে, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও ফাঁক না থাকে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে হাসপাতালভিত্তিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা— হাসপাতালে রোগী ও চিকিৎসক, উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও গাফিলতি সহ্য করা হবে না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ ও এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার পরই প্রশাসন থেকে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোরদার নজরদারির নির্দেশ আসে। আরজি কর হাসপাতালে ঘটনার পর থেকেই সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা হলেও, পরপর এই ধরনের ঘটনার পর নবান্ন এবার আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

ভুয়ো সার্টিফিকেট চক্রের পর্দা ফাঁস

(প্রথম পাতার পর)

চারবার এক পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা ধর্ষিতা হন। তা তিনি নিজের হাতের তালুতে লিখে গিয়েছিলেন। বাকি যা কিছু তিনি হাতে লিখতে পারেননি, তা তিনি জানিয়ে গিয়েছেন চার পাতার সুইসাইড নোটে। তিনি লিখে গিয়েছেন, তাঁকে পুলিশ থেকে বারবার ধৃত ব্যক্তিদের মেডিক্যাল করার সময় ভুল রিপোর্ট লিখতে বাধ্য করা হত। এমনকী বহু ক্ষেত্রে ধৃতকে না দেখেই 'সুস্থ' বলে রিপোর্ট লিখে দিতে হত। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ক্ষেত্রেও একই চাপ ছিল। অনেকক্ষেত্রে সাংসদরা ফোনে একই চাপ দিতেন। হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হত। প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হত তাঁকে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ তিনি জেলা পুলিশ সুপার, ডেপুটি সুপার পর্যন্তও জানিয়েছিলেন। কেউ কোনও পদক্ষেপ নেননি। একজন মেডিক্যাল অফিসারকে যেভাবে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা, তাতে মহারাষ্ট্রের সাধারণ চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বাংলায় কিছু ঘটলেই যেখানে বিজেপির নেতারা অতিসক্রিয় হয়ে উঠেন, এখন তাঁরা কোথায়? এবার তাঁরা আন্দোলনে নামবেন না, প্রতিবাদ করবেন না, রাতদখলে নামবেন না? তাঁর আরও প্রশ্ন, কই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তো এখনও কোনও উত্তর দিলেন না! সংবাদমাধ্যম, জাতীয় মহিলা কমিশন থেকে বিজেপি মহিলা মোর্চা— এখন তারাই বা নীরব কেন? তৃণমূল কংগ্রেস এর জবাব চায়। তিনি আরও বলেন, আপনাদের মধ্যে যে মহিলাদের প্রতি সম্মান, সমবেদনা আদৌ নেই সেটাও ভারতবর্ষ আজ দেখল। দেখল এক অপরাধের আড়ালে কত অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশে ক্রমবর্ধমান 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' এবং সাইবার অপরাধের ঘটনা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার ওই মামলাটি শুনবে দেশের শীর্ষ আদালত। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে

আওয়ামি লিগকে বাদ দেওয়ার পর ভোটের আগে কী অবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে?

আখের গোছানোর চেনা ছবি, অন্তর্কলহে ছিন্নভিন্ন হাসিনার বিরোধীরা

ঢাকা : আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন করার ব্যাপারে বিরোধীদের কোনও মতানৈক্য না থাকলেও, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে যে সব রাজনৈতিক শক্তি হাতে হাত মিলিয়েছিল, প্রবল অন্তর্কলহে এখন তারা নিজেরাই কার্যত ছিন্নভিন্ন। দেশের অন্তর্বর্তী প্রধান মহম্মদ ইউনুস ক্ষমতার মধুভাণ্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য কুক্ষিগত রাখতে মরিয়া। তাই ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন করানোর দাবি খারিজ করে ফেব্রুয়ারিতে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইউনুসের ইচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মতো বাংলাদেশে যদি ফেব্রুয়ারি নাগাদ আদৌ নির্বাচন হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচনী সমীকরণ শেষপর্যন্ত ঠিক কী হবে তা নিয়ে এখনই তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। সম্ভাব্য নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই হাসিনা-বিরোধী বিএনপি, জামাত এবং নবজাত এনসিপির মধ্যে ফাটল চওড়া এবং গভীর হচ্ছে। নানা ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়াচ্ছেন আওয়ামি লিগের বিরোধী রাজনীতিকেরা।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের প্রথম সারির সমন্বয়কদের নিয়ে তৈরি নয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি এখনও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে না পেলেও বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলামির রাজনৈতিক বলয়ের বাইরে রাখতে চাইছে নিজেদের। খালেদা জিয়ার দল এবং জামাত থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে এর বাইরের তরুণ প্রজন্মের দলগুলিকে নিয়ে আলাদা জোট গড়ে নির্বাচনে নামতে চাইছে। ৯টি দল নিয়ে এই জোট তৈরির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে তারা। গণঅধিকার পরিষদ, আমার বাংলাদেশ পার্টি, গণতান্ত্রিক মঞ্চের নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে ক্রমশ কাছাকাছি আসছে এনসিপির নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আবদাল্লাদের। কিন্তু মজার বিষয় হল, এই দলগুলির অস্তিত্বই এখনও অনেকের কাছেই অজানা। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে খোদ আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবদের গঠিত এনসিপি।

এদিকে হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে হাত মেলালেও খালেদা জিয়ার বিএনপি নেতৃত্ব কোনও গুরুত্বই দিতে নারাজ এনসিপি এবং তার নেতা নাহিদ, সারজিস, হাসনাতদের। আর জামাতকে তো ঘোর অপছন্দ করেন বিএনপিরই একটি অংশ। বিএনপি নেতৃত্ব মনে করে, আগামী ৫০ বছরেও বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার কোনও সম্ভাবনাই নেই জামাতের, ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা! কিন্তু বিএনপির সমস্যাটা অন্য জায়গায়। তাদের অস্বস্তি খালেদাপুত্র তারেক রহমানের নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। একটা বিষয়ে বিএনপি নেতৃত্ব সম্পূর্ণ একমত, হাসিনার অনুপস্থিতিতে আওয়ামি লিগের কিছুটা ভোট অন্তত নিজেদের দিকে টানতে হলে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসমক্ষেই করতে হবে জোরদার সওয়াল। কোনও বিতর্ক-বিরোধিতাকে পাত্তা না দিয়ে সেই কাজেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন ফজলুর রহমানের মতো স্পষ্টবাদী মুক্তিযোদ্ধারা। তুলোধনা করছেন রাজাকার এবং তাদের দোসর জামাতকে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, তারেক রহমান দেশে ফিরে যদি বিএনপির নেতৃত্ব দেন এবং সামনের নির্বাচনে দল তাঁকেই মুখ হিসেবে তুলে ধরে, তবে তার পরিণতি কী হবে তা নিয়ে গভীর সংশয়ে দলেরই একাংশ। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, তারেক রহমান দেশে ফিরলে তাকে ঘিরে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আবার চলে আসতে পারে বেপরোয়া ভাব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মানুষ বিএনপির শাসনকালটা এখনও ভুলে যায়নি। তারেককে নিয়ে ভোটারদের অভিজ্ঞতাও তিক্ত। সেই কারণেই, খালেদাপুত্রকে দলের মুখ করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে দলের মধ্যেই উঠেছে তীব্র আপত্তি। বিএনপির চ্যালেঞ্জটা এখানেই। এদিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও দমে যায়নি হাসিনার আওয়ামি লিগও। মুজিবকন্যাকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ঢাকা-সহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং জেলা সদরগুলিতে ঘনঘন মিছিল করছে আওয়ামি লিগ। সমাগমও মন্দ হচ্ছে না। বিদেশেও প্রচারাভিযান চলছে সমানে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির অভিমুখ নিয়ে ধন্দে সেদেশের সাধারণ মানুষ।

আদানিকে বাঁচাতে ৩.৯ বিলিয়ন ডলার?

এলআইসির গোপন পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য ফাঁস করল 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'

ওয়াশিংটন: মোদি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি আদানিকে বাঁচাতে বিপুল অর্থ ঢালার পরিকল্পনা করেছিল এলআইসি। প্রথমসারির মার্কিন সংবাদপত্র দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সম্প্রতি এই দাবি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মোদি সরকার গোপনে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন বিমা কর্পোরেশন (এলআইসি)-এর অর্থ ব্যবহার করে গৌতম আদানির ঋণগ্রস্ত সংস্থাকে বাঁচাতে ৩.৯ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। প্রতিবেদনে প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ নথিতে দেখা যায় যে ২০২৫-এর মে মাসে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ (ডিএফএস), এলআইসি এবং নীতি আয়োগ সমন্বয় করে একটি কৌশল তৈরি করে যার মাধ্যমে আদানি গ্রুপের বন্ড ও ইক্যুইটিতে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ ঢালা হয়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আদানি পোর্টস-এর ৫৮৫ মিলিয়ন ডলারের একটি বন্ড ইস্যু করা হয়, যা শুধুমাত্র এলআইসিই অর্থায়ন করে। সমালোচকেরা একে জনসম্পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী নথিতে সরকারি অর্থায়নের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, আদানি গ্রুপের প্রতি

আমজনতার অর্থ নয়ছয়, নিন্দায় তৃণমূল

বাজারে 'আস্থা সংকেত' দেওয়া, যদিও সংস্থার ঋণ এক বছরে ২০% বেড়েছিল এবং আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি ও প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ আছে। যদিও এসব অস্বীকার করেছেন আদানি। মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এসইসি) অভিযোগ, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আদানি গ্রুপের নিবাহীদের কাছে সমন পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পাশাপাশি, হিন্ডেনবার্গ-এর স্টক ম্যানিপুলেশনের অভিযোগ এবং প্রধান মার্কিন ও ইউরোপীয় ব্যাংকগুলির ঋণ দিতে অনীহার পটভূমিতে ডিএফএস নথিতে আদানিকে 'দূরদর্শী উদ্যোক্তা' হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং তাঁর ব্যবসাকে জাতীয় অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, কোটি কোটি নিম্ন আয়ের ভারতীয় বিমা প্রদানকারী এলআইসি, রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ একটি বেসরকারি সংস্থায় এত বিপুল বিনিয়োগ করে উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে শনিবার এলআইসি বিবৃতি জারি করে বলেছে, ওয়াশিংটন পোস্টের অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং সত্য থেকে বহু দূরে। এলআইসির দাবি, তাদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে এবং বোর্ডের অনুমোদিত নীতি মেনেই নেওয়া হয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ক্যাম্পাসে বন্দুকবাজের হামলা

ওয়াশিংটন: মার্কিন মুলুকের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বন্দুকবাজের হামলা। আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা নাগাদ ম্যাসাচুসেটসে কেমব্রিজ ক্যাম্পাসের কাছে শ্যারমান স্ট্রিট এলাকায় এক সাইকেল আরোহীকে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়।

এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। ক্যাম্পাসে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই ঘটনা আমেরিকায় বন্দুকের যত্রতত্র লাইসেন্স দেওয়ার সমস্যাকে ফের বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এল। আমেরিকায় বন্দুকবাজার হামলা কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইভাবে গুলিবর্ষণের ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেমব্রিজ ক্যাম্পাসের পর বন্দুকবাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডক্লিফ কোয়াডের দিকে এগিয়ে যেতেও দেখা যায়। অভিযুক্তের নিশানায় ঠিক কারা ছিলেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কেমব্রিজ পুলিশের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে যে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর সন্ধান না মিললেও আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, কেন নামজাদা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করা হল? পুলিশের ধারণা, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মনোভাব নিয়ে গুলি চালিয়েছে বন্দুকবাজ। ভয় ধরানো ও অশান্তি তৈরিই প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল হামলাকারীর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
কলেজ স্ট্রিট
26 October, 2025 • Sunday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in
১৩
২৬ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

পার্থ বোসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ‘সংকল্পবার্তা’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকেরা

জিয়ান একটি কবিতার বই

সাহিত্যজগৎ প্রকাশিত রূপম কর্মকারের কাব্যগ্রন্থের উপর আলোকপাত করলেন

দেবাশিস পাঠক

জীবন সম্বন্ধে তত্ত্বকথা বলা কবিতার ধর্ম নয়। জীবনের নানান অভিঘাত হৃদয়মনের নানান প্রতিক্রিয়ার রূপায়িত করাই তার ধর্ম। লিখেছিলেন, অরুণ মিত্র। ‘কবির কথা, কবিদের কথা’য়। এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেন রূপক কর্মকার, তাঁর ‘জিয়ান’-এ তিনি যখন লেখেন ‘মনের মাঝে স্বপ্নগুলো / করছে আঁকিবুকি / ইচ্ছেগুলো ছড়িয়ে আছে / রঙিন পাহাড় দেশে, / সময় যে নেই ইচ্ছেগুলো / পূরণ করার শেষে।’ তখন বোঝা যায় সহজিয়া ভাবনা সোজা কথাকে আশ্রয় করে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। দার্শনিক উপলব্ধি হয়তো এতে আছে, কিন্তু বিজ্ঞতার মনোভাব নেই এতটুকু। সব জানা হয়ে গিয়েছে, সব বোঝা হয়ে গিয়েছে, এমন ধারণা জেঁকে বসেনি কোথাও।

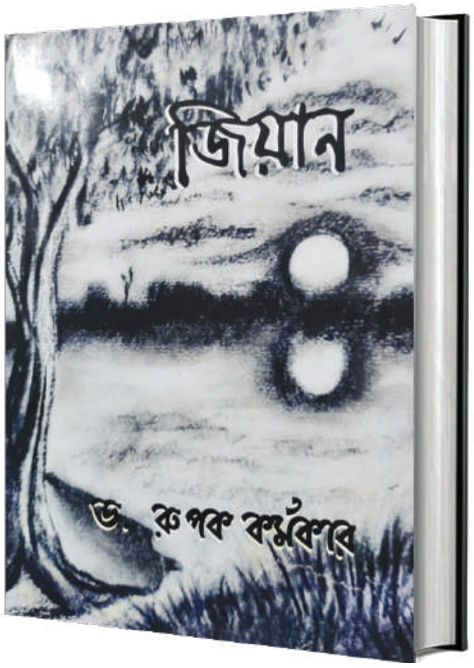

বইয়ের আর একটি কবিতায় রূপক লেখেন, ‘মুগ্ধ হয়ে তোমায় দেখি / ফিরিতে চায় না চোখ / শরীর শুধু কষ্ট বোঝে /বলিতে চায় না মন।’ এ তো কেবল একালের কথা নয়, সেকালের কথাও, শাশ্বত প্রেমের চিরন্তন উপলব্ধি, আর সেই অনুভবই দাঁড় করিয়ে দেয় পরের পঙ্‌ক্তিতে, যেখানে কবি বলেন, ‘একাল সেকাল সবকালই যেন / তোমার কাছেই জব্দ। আঁধার মনের সলতে যেন / জ্বলিয়াছে নিঃশব্দে।’ এ যে এক অমোঘ কালাতীত উচ্চারণ, সন্দেহ নেই।

এমন সর্বকালীন একটা প্রেমিককে আসনপিঁড়ি পেতে বুকে বসিয়েছেন বলেই রূপক-কবি অনায়াসে লেখেন, ‘তুমি বলো তুমি নাকি বৃষ্টি ভালোবোসো / কিন্তু বৃষ্টি হলে ছাতার আশ্রয় খোঁজো... তুমি বলো তুমি নাকি উদভ্রান্ত হাওয়ায় ভাসো। কিন্তু ঝড় উঠলে জানালা বন্ধ করো।’ এই দ্বিচারিতা প্রকৃতি প্রেমিক মধ্যবিত্ত যাপনের নিশ্চিত অভিজ্ঞান। এতে অন্তর্লীন দর্শন তাই ‘ভালোবাসা’ কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছে দেয় এক বিপন্ন অনুভবে, এক শিউরে ওঠানো বার্তায়, ‘তাই ভয় হয় যখন তুমি বলো / তুমি আমায় ভীষণ ভালোবাসো।’ এরকম লাইন আমাদের প্রত্যেককে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভিক্টর হুগো বলতেন, সেই কবিতাই প্রকৃত কবিতা, তাই কবিতার শিরোমণি, যার মধ্যে পাই একটা বৃহত্তর ভাব, ‘immensity’ বিশালতা। ‘ভালোবাসা’র মতো কবিতাগুলো এই বইয়ে সত্যিই তাই। অনন্তের বিস্তার, সর্বজনীন তরঙ্গোল্লাস, এইরকম কবিতার প্রাণধর্ম। রোজকার চেনা জীবনের ঝোড়ো-যাপনের ভেতর সেসব কবিতাগুলো যেন হয়ে উঠেছে নিয়তির কণ্ঠস্বর। বুঝতে পারা যায়, কেন রবীন্দ্রনাথ ‘শান্তিনিকেতন’-এ লিখেছিলেন, ‘কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ।’

রবি ঠাকুরের আক্ষেপ ছিল, তাঁর কবিতা ‘গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।’ রূপকের ‘জিয়ান’-এ তেমন আক্ষেপ-উক্তির অবকাশ নেই। তাঁর কবিতা মানুষের মন ছুঁয়ে প্রকৃতির বিশালতা ছুঁয়েছে, বাদ রাখেনি রাজনীতির, সমকালীন সমাজ চেতনার বীক্ষাও।

প্রকৃতির প্রেমে মগ্ন কবি এই বইয়ের পাতায় ঋত্বিক হয়ে উঠে লিখেছেন, চৈত্রের দাবদাহে বসন্ত পেরিয়েছে একমনে / কখন ও শান্ত কখন ও তপ্ত সূর্যের কিরণে / কোকিলা যে একমনে ডেকে চলেছে / বসন্ত যে পেরিয়ে যায়নি ক্যালেন্ডারে। ... কখন যেন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। নীল আকাশের বুকে পাখিদের কলরবে / মনে হয় কালবৈশাখী আসছে ধেয়ে / জরাজীর্ণ ধরায় সবুজের খোঁজে।।’

এই কবিরই কলম তাই সৃজনক্ষম এরকম পঙক্তিনিচয়ের, ‘শরৎ ঋতুর জীবন তুমি / অসীম তোমার দান / তুমি বিনা বৃক্ষ যেন চাতক হয়ে রয়। ... শত শত কোটায় তোমার / জীবন যেন ধন্য / আকাশ বাতাস লেখে আজই / শ্রাবণেরও গদ্য।... শত শত ফোটায় তোমার / জীবন যেন ধন্য / আকাশ বাতাস লেখে আজই / শ্রাবণেরও গদ্য। ... আসো তুমি আসো আজই / কারো নতুন প্রাণের সঞ্চার / ধুয়ে দাও জরাজীর্ণ ধরা / হোক পাখির কলরব।।’

বইতে ব্লার্বে যেটুকু কবি পরিচিতি দেওয়া আছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে কবি শিক্ষক, তবে ভাষা-সাহিত্যের নন, সেটা বোঝা যায় ছান্দিক গাঁথনি দেখে, কবিতার শাব্দিক বুনোট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ঠিক যেমন ‘এসো’-র বদলে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিতে ‘আসো’ শব্দের প্রয়োগ ইঙ্গিত দেয়, কবির পূর্বপুরুষ বা বর্তমান প্রতিবেশী বাংলাদেশের সান্নিধ্যে পুষ্ট।

এবং রূপকের রাজনীতি। তাঁর রাজনৈতিক কবিতা। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। প্রত্যক্ষ নয়, মোটেই সরাসরি কিছু নয়, কিন্তু স্পষ্ট অনুভববেদ্য। জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণায় প্রাণিত রূপকের কলম।

তাই তাঁর সোচ্চার ঘোষণা, প্রায় স্লোগানধর্মী উচ্চারণ, ‘রাম রহিম এর দেশে / বন্ধ কি বা শেষে / রক্তগুলো সবারই লাল / দেখবো সবাই শেষে... মরছে রহিম মরছে রাম / মানুষ রূপে শেষে। / আসল ভারত এইটা নাকি!’ এই বিস্ময়াবিষ্ট অনুভববোধ হয় মোদি-ভারতে আমাদের সবারই।

বাঙালি ও বাংলাবিদ্বেষের আবহে কবি রূপকের হিম্মৎ হ্রেষা, ‘বুদ্ধিতে মোরা নেইকো পিছিয়ে। জগৎ মোদের বলে বাঙালি / স্বাধীনতা হোক বা ধর্ম যুদ্ধে / কে আমাদের আজ হারাবি? ... সাহিত্যে মোরা অগ্রগণ্য বিজ্ঞানেও সর্বশ্রেষ্ঠ / যুদ্ধে মোরা কালজয়ী / শান্তির মোরা ভক্ত।’ কবিতার নাম ‘ধারেভারে বাঙালি’। তার অন্তিম স্তবকে স্পষ্ট উচ্চারণ, ‘বিশ্ব যেথা কাল ভাবে। বাংলা সেথা আজ’।

অধ্যাপক সুলভ বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে পড়তে বসলে এই বইতে অজস্র খানাখন্দ চোখে পড়বে। কিন্তু ভাললাগা আর ভালবাসা এই কবিতা গ্রন্থ পাঠের অনিবার্য পরিণাম, সেকথাও জানিয়ে রাখা দরকার।

সুমুদ্রিত গ্রন্থ। বইয়ের ছবিগুলিও মনোগ্রাহী। সাদা-কালো জাদু-চিত্র এঁকেছেন এই বইতে সায়ন কর্মকার, রাজশ্রী বসাক, সন্দীপন রায়। কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ও বানান বিভ্রম ছাড়া এই বইয়ের নির্মাণও কবিতাগুলোর মতোই মন-টানা।

বইয়ের নাম : জিয়ান
প্রকাশক : সাহিত্যজগৎ, কলকাতা
লেখক : রূপম কর্মকার
মূল্য : ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬

উদার আকাশ

» ফারুক আহমেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা। উৎকৃষ্টমানের গদ্য লিখেছেন অশোক মজুমদার, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. রতন ভট্টাচার্য, ড. পার্থ কর্মকার, ড. মইনুল হাসান, ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম, আবু রাইহান প্রমুখ। কবিতা উপহার দিয়েছেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম রসুল, হাননান আহসান, সুব্রতা ঘোষ রায়, পার্থসারথি গুহ প্রমুখ। এছাড়াও আছে গল্প, ভ্রমণকথা, পুস্তক আলোচনা।

শতানীক

» নিত্যরঞ্জন দেবনাথ সম্পাদিত এবারের শারদ সংখ্যায় আছে ৪১টি অণুগল্প, ৩৬টি গল্প, ৯টি প্রবন্ধ। এছাড়াও আছে বিশেষ রচনা, মুক্তগদ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি। অমর মিত্রর সাক্ষাৎকারটি পড়ে অনেক কিছু জানা গেল। কবিতা উপহার দিয়েছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, শ্যামলকান্তি দাশ, শংকর চক্রবর্তী, সুজিত সরকার, রামকিশোর ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস মিদ্যা, ফটিক চৌধুরী, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, অলক্তিকা চক্রবর্তী, মধুছন্দা মিত্র ঘোষ প্রমুখ।

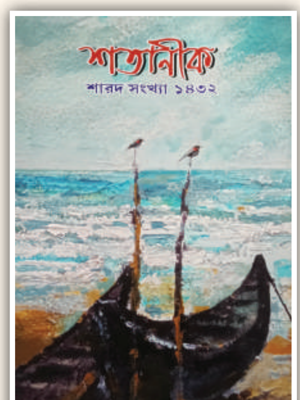

ছোটোদের মিষ্টিকথা

» জগদীশ মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। ছড়া-কবিতা লিখেছেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, আনসার উল হক, উৎপলকুমার ধাড়া, নির্মলেন্দু শাখারু, স্বপনকুমার বিজলী, নির্মল করণ প্রমুখ। গল্প উপহার দিয়েছেন সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থপ্রতিম পাঁজা, সৈয়দ রেজাউল করিম প্রমুখ। আছে প্রবন্ধ, অণুগল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা।

মাঠে ময়দানে
26 October, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

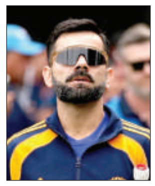

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সব ফর্ম্যাটে ৭৭টি ক্যাচ ধরলেন বিরাট কোহলি। টপকে গেলেন স্টিভ স্মিথকে

পাঁজরে চোট শ্রেয়সের

সিডনি : শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে বাঁদিকের পাঁজরে চোট পেলেন শ্রেয়স আইয়ার। শর্ট থার্ডম্যান অঞ্চলে ফিল্ডিং করছিলেন তিনি। অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরে মাটিতে পড়ে যান। এরপরই শ্রেয়সকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। শ্রেয়স এরপর আর মাঠে নামেননি। বোর্ড সূত্রের খবর, আরও কিছু পরীক্ষা হবে। তারপরই বোঝা যাবে চোটের গুরুত্ব। তবে আশা করা হচ্ছে যে, গুরুতর কোনও চোট শ্রেয়সের লাগেনি।

হকি লিগ জানুয়ারিতে

নয়াদিল্লি : হকি ইন্ডিয়া লিগের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল ফেডারেশন। ছেলেদের লিগের ম্যাচগুলি হবে তিন শহর চেন্নাই, ভুবনেশ্বর এবং রাঁচিতে। মেয়েদের এইচআইএলের সব ম্যাচ হবে রাঁচিতে। ছেলেদের টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ৩ জানুয়ারি চেন্নাইতে। লিগের প্রথম পর্ব চেন্নাইতে ৩ থেকে ৯ জানুয়ারি। এরপর দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচগুলি হবে রাঁচিতে ১১ থেকে ১৬ জানুয়ারি। তৃতীয় তথা চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে ১৭ থেকে ২৬ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। মেয়েদের হকি ইন্ডিয়া লিগ শুরু হবে ২৮ ডিসেম্বর।

বাবরদের ছাড়পত্র

লাহোর : এশিয়া কাপে ভারতের কাছে ফাইনাল-সহ তিনটি ম্যাচ হারার পর শাস্তি পেতে হয়েছিল পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের। তাঁদের বিদেশি লিগে খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পিসিবি। খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এনওসি। অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের চাপে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল পাক বোর্ড। ২০২৫-'২৬ মরশুমে বিগ ব্যাশে খেলার কথা ছিল বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদিদের। তাঁদের ছাড়পত্র না দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিগ ব্যাশের আটটি দলের মধ্যে সাতটিতেই রয়েছেন অন্তত একজন করে পাক ক্রিকেটার। বাবরদের ছবি দিয়ে প্রচারও শুরু হয়েছিল। বাবররা না খেললে সমস্যায় পড়ত লিগ। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চাপেই পিছু হটল পিসিবি।

সেমিফাইনালে সামনে অস্ট্রেলিয়া

হরমনপ্রীতদের আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচ

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মতো রবিবার ভারত বাংলাদেশ ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে পয়েন্ট টেবলের যা অবস্থা তাতে বৃষ্টি নিয়ে খুব বেশি আশঙ্কার প্রয়োজন নেই। ভারত নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। উল্টোদিকে, বাংলাদেশ গ্রুপের ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে আগেই বিশ্বকাপের বাইরে চলে গিয়েছে।

নভি মুম্বইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা যে বেশ ভাল সেটা আগের ম্যাচে দেখা গিয়েছে। বৃষ্টি থামার পর খুব দ্রুত খেলা শুরু করা গিয়েছিল। কিন্তু ওয়েদার রিপোর্ট বলছে আজকের ম্যাচে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। ফলে বৃষ্টি হলে শেষমেশ কত ওভারের খেলা হবে সেই প্রশ্ন থাকছে।

শক্তির বিচারে দুটো দলের মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। তার উপর নিউজিল্যান্ডের মতো দলকে দাপটে হারিয়ে মানসিকভাবে ভাল জায়গায় রয়েছে হরমনপ্রীতের দল। স্মৃতি ও প্রতিকা যেভাবে সেঞ্চুরি করেছেন তাতে ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রান পেয়েছেন জেমাইমা রডরিগেজও। অধিনায়ক হরমনপ্রীতও রান করেছেন ইংল্যান্ড ম্যাচে। সুতরাং এই ম্যাচে আরও একটা বড় স্কোর করার সুযোগ রয়েছে তাঁর দলের সামনে।

মেয়েদের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ এবার সবথেকে বড় ব্যবধানে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। মাত্র ২৪ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ২০২/০ করে দশ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে। এবারের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের একমাত্র জয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে। কিন্তু রবিবারের ম্যাচে স্মৃতি, হরমনপ্রীতরা তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে। এই চাপ তারা কীভাবে সামাল দেয় সেটাই দেখার।

এদিকে, সেমিফাইনালে ভারত খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। অ্যালিসা হিলিদের বিরুদ্ধে এটা বেশ কঠিন ম্যাচ হতে যাচ্ছে। গ্রুপের খেলায় ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে। নভি মুম্বইয়ে সেমিফাইনাল হবে ৩০ অক্টোবর। তবে এখানে বৃষ্টির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।

আলানার ৭ উইকেট, চূর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকা

মেয়েদের বিশ্বকাপে সেরা বোলিং আলানার।

প্রতিবেদন : ৭ ওভারে ৭ উইকেট, ৩৩টি ডট বল। আলানা কিংয়ের ঘূর্ণিতে কেঁপে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার যখন ব্যাটিং তাণ্ডব চলছিল, তখন অস্ট্রেলিয়ার তারকা লেগ স্পিনার স্পিনের মায়াজাল বিস্তার করলেন ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামের বাইশ গজে। তাতে কেঁপে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন আপই ধসে গেল মাত্র ৯৭ রানে। মাত্র ১৬.৫ ওভারেই জয়ের রান তুলে দেয় অস্ট্রেলিয়া। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে থেকেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হরমনপ্রীত কৌরের ভারতের সামনে এলিস পেরিরা।

প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার লরা উলভার্ট এবং তাজমিন ব্রিটস ৩১ রান তোলার পর মেগান শাট ও কিম গার্থের বলে ফিরে যান। এরপর শুধুই আলানা শো। সাত ওভার হাত ঘুরিয়ে সাতটি উইকেট তোলেন। অস্ট্রেলীয় লেগ স্পিনারের স্পিনের জাল কেটে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় জানা ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের কাছে। আলানার বোলিং বিশ্লেষণ ৭-২-১৮-৭। বিশ্বকাপে সেরা বোলিংয়ের ৪৩ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। জবাবে বেথ মুনি (৪২) ও জর্জিয়া ভোলের (৩৮ নটআউট) দাপটে ৩৩ ওভার আগেই জয়ের রান তুলে দেয় অস্ট্রেলিয়া।

শাস্ত্রীর সেরা পাঁচে শচীনের আগে বিরাট

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : ভারতের সর্বকালের সেরা পাঁচ ওডিআই ক্রিকেটারকে বেছে নিলেন রবি শাস্ত্রী। তাতে তিনি বিরাট কোহলি, শচীন তেন্ডুলকর, মহেন্দ্র সিং ধোনি, কপিলদেব ও রোহিত শর্মাকে রেখেছেন। কিন্তু জায়গা হয়নি জসপ্রীত বুমরার।

ফক্স ক্রিকেটে নিজের পছন্দের ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়ার সময় শাস্ত্রী সবার উপরে রেখেছেন বিরাটকে। তিনি বলেন, এক দশক ধরে ধারাবাহিকতা ও ম্যাচ জেতানোর দক্ষতার জন্যই বিরাট সবার উপরে। তিনি কেন বুমরাকে সেরা পাঁচে রাখেননি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রাক্তন বাঁহাতি। তিনি বলেন, বুমরাকে রাখিনি, কারণ ও আরও তিন-চার বছর খেলবে। আর এই প্লেয়াররা (রোহিত-বিরাট) কেরিয়ারের শেষ পর্বে পৌঁছে গিয়েছে। কেউ এক দশক ধরে খেলছে, কেউ দেড় দশক। তাই খুব কঠিন সেরা পাঁচ বেছে নেওয়া। পিছনে তাকালে অনেক প্লেয়ারের কথা মনে পড়বে। কিন্তু আমি এই পাঁচ জনেই আটকে থাকব। সেরা পাঁচ জনকে নিয়ে শাস্ত্রীর আরও মন্তব্য, ওরা অসাধারণ কিছু করেছে। দুই বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক। দুজন বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য। রোহিতকে বাদ দিলে সবাই বিশ্বকাপ জিতেছে। কিন্তু তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি ও ১১ হাজার রান করা লোককেও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। রান সংগ্রাহকদের তালিকায় রোহিত তিন নম্বরে আছে। আর এই পাঁচজনই নিজের দিনে জেনুইন ম্যাচ উইনার।

উড়ন্ত মেসির জোড়া গোলে জয় মায়ামির

মায়ামি, ২৫ অক্টোবর : ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধির আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই স্বমহিমায় লিয়োনেল মেসি। উড়ন্ত হেডে দুরন্ত গোল এলএম টেনের। মেজর লিগ সকারের প্লে-অফ পর্ব জয় দিয়ে শুরু করল মায়ামি। মেসির জোড়া গোলের সুবাদেই ন্যাশভিলকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল তারা।

ন্যাশভিলের বিরুদ্ধেই হ্যাটট্রিক করে এমএলএস-এ লিগ পর্ব শেষ করেছিলেন মেসি। শনিবার সেই ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে ফের জাদু ছড়ালেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ১৯ মিনিটে মায়ামিকে এগিয়ে দেন। লুইস সুয়ারেজের ক্রস থেকে পাখির মতো উড়ে হেড দিয়ে গোল করেন মেসি। এই গোল নিয়েই শুরু হয় সমাজমাধ্যমে চর্চা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে আরও চাপে রাখেন মেসিরা। ৬২ মিনিটে টদেও আলেন্দে ২-০ করেন। এই গোলের উৎসও ছিলেন মেসি। ১২ মিনিটের সংযুক্ত সময়ে আরও একটি গোল এলএম টেনের। প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুলে বক্সের মধ্যে ফাঁকায় বল পেয়ে যান মেসি। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে ন্যাশভিল একটি গোল শোধ করে।

শূন্যে শরীর ছুঁড়ে গোল করছেন মেসি।

ম্যাচের আগে মেসির হাতে সোনার বুট তুলে দেন এমএলএস কমিশনার ডন গারবার। প্রতিযোগিতার লিগ পর্বে সর্বোচ্চ গোলদাতা (২৮ ম্যাচে ২৯ গোল) তিনি। ১৯ গোলে সহায়তাও করেছেন। সব মিলিয়ে পেশাদার ফুটবলে মেসির গোলসংখ্যা এখন ৮৯১। ৯০০ গোলের মাইলফলক থেকে আর ন'টি গোল দূরে আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ২ নভেম্বর প্লে-অফের ফিরতি লড়াই ন্যাশভিলের মাঠে। সেই ম্যাচ জিতলে এমএলএস কাপ ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে উঠবে মায়ামি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

26 October, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৬ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

অনেক দলের বিরুদ্ধেই রোহিত ও বিরাটকে এভাবে ব্যাট করতে দেখেছি। বললেন মিচেল মার্শ

লড়ছেন সুমন্ত, ভুল শটে চাপে বাংলা

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েই গুজরাটের মতো শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইডেনে নেমেছিল বাংলা। তবে প্রথম দিনের শেষে কিছুটা চাপেই অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। দিনের শেষে বাংলার রান ৭ উইকেটে ২৪৪। হাফ সেঞ্চুরি করে লড়াই করছেন সুমন্ত গুপ্ত।

তিনটি খারাপ শটের খেসারত দিতে হল বাংলাকে। দলের সবচেয়ে সিনিয়র ব্যাটার অনুষ্টুপ মজুমদার বহু ম্যাচে বাংলার বৈতরণী পার করেছেন। এমন একটি শট খেলে তিনি আউট হয়েছেন, দিনের শেষে বাংলা শিবিরের অনেকের মধ্যেই বিরক্তি। ১৩ বল খেলে আটকে যাওয়ায় ১৪তম বলে অহেতুক মিড অফের উপর দিয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন অনুষ্টুপ। সুদীপ ঘরামি হাফ সেঞ্চুরি করে ক্রিজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এরপরও অহেতুক আগ্রাসী হতে গিয়ে উইকেট উপহার দিয়ে আসেন। গুজরাটের বাঁ-হাতি স্পিনার সিদ্ধার্থ দেশাইয়ের বলে স্টেপ আউট করে বোল্ড হন। ৫৬ রান করে ফেরেন সুদীপ।

সুমন্তর ব্যাটেই ভরসা বাংলার।

একইরকম হারাকিরি করে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসেন অভিষেক পোড়েল। এই মরশুমে সহঅধিনায়কের বড় দায়িত্ব পেয়েছেন। বাঁ-হাতি ব্যাটার এদিন হাফ সেঞ্চুরিও করলেন। কিন্তু অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বলে সুইপ মারতে গিয়ে কট বিহাইন্ড। অভিষেকের খারাপ শট বাংলাকে সমস্যায় ফেলে। অধিনায়ক অভিমন্যু রান পেলেন না। উইকেটে থিতু হয়ে ৬১ বলে ২০ রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। ভরসা দিতে ব্যর্থ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, শাহবাজ আহমেদরা। সুদীপ ঘরামি করেন ৫৬ রান। তিনি ফিরলে পঞ্চম উইকেটে অভিষেক ও সুমন্তর জুটিতে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ ৮৩ রান। অভিষেক ৫১ রান করে ফেরেন। শেষ পর্যন্ত অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ১০৮ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন সুমন্ত। তাঁর সঙ্গী আকাশ দীপ ৯ রানে ক্রিজে। দ্বিতীয় দিন তাঁদের লক্ষ্য থাকবে দলের ইনিংসকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। গুজরাটের সিদ্ধার্থ নেন ৩ উইকেট। চিন্তন গাজার ঝুলিতে ২ উইকেট।

রঞ্জিতে ইতিহাস

দুই নায়ক অর্জুন ও মোহিত।

এক ইনিংসে দুই হ্যাটট্রিক

গুয়াহাটি, ২৫ অক্টোবর : রঞ্জি ট্রফিতে ইতিহাস। অসমের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে হ্যাটট্রিক করলেন সার্ভিসেসের দুই বোলার। গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে তিনসুকিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ছিল অসম ও সার্ভিসেসের মধ্যে রঞ্জি ম্যাচ। শনিবার প্রথম দিনই বিরল কীর্তি। সার্ভিসেসের বাঁ-হাতি স্পিনার অর্জুন শর্মা পরপর তিন বলে আউট করেন অসমের অধিনায়ক রিয়ান পরাগ, সুমিত ঘাডীগাঁওকর ও শিবশঙ্কর রায়কে। অসমের ইনিংসে সার্ভিসেসের হয়ে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন মোহিত জাগরাও। পরপর তিন বলে তিনি ফেরান প্রদ্যুন সইকিয়া, মুক্তার হুসেন ও ভার্গব প্রতিম লাকার। জোড়া হ্যাটট্রিকের ধাক্কায় মাত্র ১৭.২ ওভারে ১০৩ রানেই গুটিয়ে যায় অসমের প্রথম ইনিংস। অর্জুন ৬.২ ওভারে ৪৬ রানে ৫ উইকেট নেন। মোহিত ৪ ওভার বল করে মাত্র ৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট দখল করেন। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে এই প্রথম এক ইনিংসে দু'জন বোলার হ্যাটট্রিক করলেন। জবাবে সার্ভিসেসের ইনিংসও শেষ হয়ে যায় মাত্র ১০৮ রানে। রিয়ান ৫টি ও রাহুল সিং ৪টি উইকেট নেন। এদিন অন্য ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন অজিঙ্ক রাহানে ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

বাগানের জয়ে নায়ক জেমি

মোহনবাগান ২ (ম্যাকলারেন) — চেন্নাইয়িন ০

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট নষ্টের দিন জয় দিয়ে সুপার কাপে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান। চেন্নাইয়িন এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। জোড়া গোলে বাগানের জয়ের নায়ক জেমি ম্যাকলারেন। বিদেশিহীন চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে অবশ্য প্রত্যাশিত মানের ফুটবল খেলতে পারেনি মোহনবাগান। তবু অধরা সুপার কাপের লক্ষ্যে শুরুটা ভাল করে আত্মবিশ্বাস বাড়ালেন জেমিরা।

মাত্র তিন বিদেশি নিয়ে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন মোলিনা। টম অলড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজের পাশাপাশি আপফ্রন্টে ম্যাকলারেনকে রেখেছিলেন মোহনবাগান কোচ। ম্যাচের শুরুতে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় মাঠ ভারী হয়ে যায়। তার মধ্যেই মাঝমাঠের দখল নিয়ে বল ধরে খেলার চেষ্টা করেন আপুইয়া, মনবীররা। কিন্তু বিদেশিহীন চেন্নাইয়িন মরিয়া লড়াই ছাড়েনি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে চেন্নাইয়িন প্রথম গোল করে দিতে পারত। কিন্তু ফারুখ চৌধুরীর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিশাল কাইথ একটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। এরপর ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় মোহনবাগান।

৩৪ মিনিটে লিস্টনের ফ্রি-কিক ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। ৩৫ মিনিটে বিশালের সেভে বিপদ কাটে বাগানের। ৩৮ মিনিটে গোলের লকগেট খুলে ফেলে মোলিনার দল। ডান দিক থেকে লিস্টনের পাস বক্সে পেয়ে যান ম্যাকলারেন। অস্ট্রেলীয় তারকা চেন্নাইয়িনের লালডিনপুইয়া এবং গোলকিপার নওয়াজকে টপকে গোল করেন। ভারী বৃষ্টির মধ্যেই খেলা চলে।

বিরতির পর সুহেল ভাটকে নামিয়ে আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ানোর চেষ্টা করেন মোলিনা। তবে প্রীতম কোটালের নেতৃত্বে চেন্নাইয়িন রক্ষণ জেমি-লিস্টনদের হতাশ করেন। পাল্টা প্রতিআক্রমণে মোহনবাগান রক্ষণে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে চেন্নাইয়িন। ৬৭ মিনিটে অবশ্য দুর্দান্ত একটি আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোল তুলে প্রীতমদের ম্যাচে ফেরার আশায় জল ঢেলে দেয় মোহনবাগান। দ্বিতীয় গোলটিও করেন ম্যাকলারেন। শুভাশিসের পাস থেকে বাঁ-প্রান্তে বল পান মনবীর। তাঁর পাস বক্সে প্রায় ফাঁকায় পেয়ে যান জেমি। বল জালে জড়াতে ভুল করেননি অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার। এরপর ম্যাকলারেনকে তুলে জেসন কামিন্সকে নামালেও মোহনবাগানের জয়ের ব্যবধান আর বাড়েনি।

গোলের পর ম্যাকলারেনকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

সোনার সুযোগ

চেংড়ু, ২৫ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব ১৫ ও ১৭ ব্যাডমিন্টন এশিয়াতে সোনার সামনে ভারতের দুই প্রতিযোগী। এরা হল দীক্ষা সুধাকর ও লক্ষ্য রাজেশ। অনূর্ধ্ব ১৫-তে ফাইনালে উঠেছে শীর্ষ বাছাই সাইনা মানিমুথু। এর ফলে অন্তত দুটি সোনা ভারতের দখলে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদেশিহীন ডেম্পোয় আটকাল ইস্টবেঙ্গল

মিগুয়েলের গোলেও জয় অধরা।

ইস্টবেঙ্গল ২ (মহেশ, মিগুয়েল) — ডেম্পো ২ (আলি, রেন)

প্রতিবেদন : সুপার কাপের শুরুতেই পচা শামুকে পা কাটল ইস্টবেঙ্গলের। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি হারের পর সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল অস্কার ব্রুজোর দল। ডার্বি হার পরবর্তী বিতর্কিত অধ্যায় ভুলে মাঠে নামলেও বিদেশিহীন ডেম্পোর বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করে পয়েন্ট নষ্ট। টুর্নামেন্টের শুরুতেই চাপে ইস্টবেঙ্গল। সাধারণ মানের ফুটবল খেলে হতাশ করলেন অস্কারের ছেলেরা। তুলনায় অ্যাকাডেমির ছেলেদের নিয়ে সমীর নায়েকের অধীনে ডেম্পোর লড়াই প্রশংসনীয়।

৯ বছর আগে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোত থেকে সরে গিয়েছিল ডেম্পো। প্রাক্তন আই লিগ জয়ীরা ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েও ইস্টবেঙ্গলের মতো আইএসএল টিমের বিরুদ্ধে সমানে-সমানে লড়াই করল। ম্যাচের শুরুতেই লাল-হলুদের জাপানি হিরোশির শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়। ২৭ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে মহম্মদ আলির গোলে এগিয়ে যায় ডেম্পো। এক্ষেত্রে গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারের আউটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ৩৫ সেকেন্ডের মধ্যে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। হামিদের শট ডেম্পোর গোলকিপারের হাতে লেগে ফিরলে নাওরেম মহেশ গোল করতে ভুল করেননি। ৫৭ মিনিটে ফের গোল ইস্টবেঙ্গলের। লালচুংনুঙ্গার পাস থেকে প্রায় শূন্য ডিগ্রি কোণ থেকে বাঁ-পায়ের শটে জাল কাঁপান মিগুয়েল। লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম গোল করলেন ব্রাজিলীয়। কিন্তু নাটকের তখনও বাকি ছিল। ৯০ মিনিটে লক্ষ্মীমণরাও রেনের গোলে সমতা ফেরায় ডেম্পো। এরপর সংযুক্ত সময়ের পাঁচ মিনিটে আর জয়সূচক গোল তুলে নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

ক্লাসিকোর উত্তাপ বাড়ালেন ইয়ামাল

মাদ্রিদ, ২৫ অক্টোবর : এল ক্লাসিকো মানেই রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের মঞ্চ। গত মরশুমে ক্লাসিকোয় একচ্ছত্র দাপট দেখিয়ে ত্রিমুকুট জিতেছিল বার্সেলোনা। চলতি মরশুমেও লা লিগার শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ক্লাসিকোর ফলাফল। রবিবার বার্নাব্যুতে মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় রিয়াল-বার্সা দ্বৈরথ ঘিরে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রিয়ালের বিরুদ্ধে লামিনে ইয়ামালের চুরির অভিযোগ।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ইয়ামাল বলেছেন, রিয়াল মাদ্রিদ শুধু চুরি করে আর অভিযোগ জানায়। এটাই তাদের কাজ। ক্লাসিকোর আগে ইয়ামালের এই মন্তব্যের সমালোচনায় সরব রিয়ালের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার দানি কার্ভাহাল। ইয়ামালকে আটকে মাঠেই জবাবটা দিতে চান তাঁরা। ১৮ বছরের স্প্যানিশ উইঙ্গারের মন্তব্যে খুশি নয় বার্সাও। বার্নাব্যু কঠিন ঠাঁই কি না, ইয়ামালের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ১৮ বছরের স্প্যানিশ ওয়ান্ডার কিডের উত্তর, আমি ওখানে আগেও গোল করেছি।

রিয়ালকে চোর বলে বিতর্কে ইয়ামাল।

এমবাপে বনাম ইয়ামাল মহারণের প্রধান আকর্ষণ। গত মরশুমে চারবারই বার্সার কাছে হেরে ০-৪ পিছিয়ে এমবাপেরা। এবার জবাব দিতে মুখিয়ে জাবি আলোন্সোর দল। রিয়ালের দায়িত্ব নিয়ে দলকে জয়ের সরণিতে রেখেছেন তিনি। লিগ টেবলে বার্সার থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে ক্লাসিকোয় নামছে রিয়াল। বার্সেলোনাকে চিন্তায় রেখেছে চোট সমস্যা। তার উপর কোচ হান্সি ফ্লিকের বেঞ্চে বসা নিয়ে সংশয় এখনও কাটেনি। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মাঠে খারাপ আচরণ করে লাল কার্ড দেখেছিলেন ফ্লিক। ক্লাসিকোয় যাতে কোচ বেঞ্চে বসতে পারেন, তার জন্য আবেদন করেছে বার্সেলোনা। অ্যাপিল কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় স্প্যানিশ জায়ান্ট। ক্লাসিকোর আগে চোটের তালিকাটা লম্বা বার্সার। রবার্ট লেয়নডস্কি, রাফিনহা, দানি ওলমো, ফেরান টোরেস রয়েছেন চোটের কবলে।

মাঠে ময়দানে
26 October, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্লিপ চাইনি। রোহিত ভাই বলল নিয়ে নে! নিজেই দাঁড়াল

আর ওয়েনের ক্যাচ সোজা তার হাতে গেল। বললেন হর্ষিত রানা

রো-কোর ব্যাটে সিডনি জয়

অস্ট্রেলিয়া ২৩৬ (৪৬.৪ ওভার)
ভারত ২৩৭/১ (৩৮.৩ ওভার)

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : ক্রিকেটের আস্ত একটা মহাভারত যেন সিডনি মাঠ। যার পরতে পরতে সুখ-দুঃখের কত ইতিহাস। শনিবাসরীয় ম্যাচও একদিন নিশ্চিতভাবে ঠাঁই নেবে ইতিহাসের পাতায়। খাদের অতল থেকে উঠে আসার এমন দমচাপা কাহিনি লিপিবদ্ধ থাকবে ইট, কাঠ, গ্যালারি আর সবুজ ঘাসে। হয়তো তখন রো-কো জুটি মাঠে থাকবে না। কিন্তু স্কোরবই থাকবে। ডিজিটাল যুগে ভিডিও ফুটেজও। দুই মহাতারকার উচ্ছ্বাসহীন মাইলস্টোন ছোঁয়ার মুহূর্তও থেকে যাবে চিরকাল। নিঃশব্দতাও কত বাঙময় বোঝা গেল ডনের দেশে।

অস্ট্রেলিয়াকে ৪৬.৪ ওভারে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত। সেই রান ৩৮.৩ ওভারে তুলে দিলেন রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলি। রোহিত ১২৫ বলে ১২১ রান করে নট আউট থেকে গেলেন। ১৩টি ৪, ৩টি ছক্কা। বিরাট ৮১ বলে ৭৪ রান করে নট আউট থেকে যান। ৬৯ রানে শুভমন গিল (২৪) হ্যাজলউডের বলে ফিরে যাওয়ার পর এই দুজন মিলে অপরাজিত জুটিতে ১৬৮ রান তুলেছেন। ৯ উইকেটে নিয়মরক্ষার ম্যাচ জিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা থেকে বাঁচল ভারত। ১৯৮৪-এর পর কখনও অস্ট্রেলিয়ায় হোয়াইটওয়াশ হয়নি ভারত।

প্রথম দুই ম্যাচে বিরাট শূন্য করেছিলেন। রোহিত প্রথম ম্যাচে ৮ করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে করেছিলেন ৭৩। কিন্তু তাতেও মাথার উপর থেকে বিশ্বকাপে বাদের খাঁড়া সরেনি। সিডনিতে নিশ্চিতভাবে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে খেলতে নেমে রো-কো ফুঁ দিয়ে সব সংশয় উড়িয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে এটাও দেখালেন যে ফর্ম ব্যাপারটা আসে-যায়, কিন্তু ক্লাস চিরকাল থেকে যায়। তুমি সব কেড়ে নিতে পার, ক্লাস কিছুতেই কাড়তে পারো না।

একদিনের ক্রিকেটে ভারত এক নম্বর দল। গত মার্চে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। কিন্তু আইসিসি ট্রফি জয়ী অধিনায়ককে সরিয়ে আচমকা নির্বাচকরা শুভমনকে অধিনায়ক করে দেন। বর্তমানে নাকি না থাকলেও চলবে, সামনে তাকাতে হবে। এখানে প্রথম দুই ম্যাচে শুভমনরা দাঁড়াতে পারেননি। কিন্তু সিডনিতে রোহিত ও বিরাট যেই একসঙ্গে রান করলেন, আবার নীল জার্সিধারীদের চ্যাম্পিয়নের মতো দেখাল। দেখে মনে হয়নি সিরিজ ১-২-এ হেরেছে ভারত। তার থেকে বড় কথা, জয় এল দাপটেই।

জয়ের দুই নায়ক রোহিত ও বিরাট। শনিবার সিডনিতে।

বিরাটের বিরুদ্ধে ৩৬ রানে আউটের আবেদন উঠেছিল। কিন্তু এলিসের বলে ডিআরএসের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। বাকি যাত্রায় তাঁকে নিজের ছন্দে মনে হয়েছে। রোহিত অবশ্য প্রথম থেকেই গুছিয়ে ব্যাট করেছেন। ১০৫ বলে একদিনের ক্রিকেটে নিজের ৩৩তম শতরান তুলে নিয়েছেন। হিসেব বলছে এই দুজন বিশ্বকাপের আগে আরও ২১টি ম্যাচ পাবেন। তার মানে নিজেদের মেলে ধরতে অনেক ম্যাচ পাচ্ছেন দুই মহাতারকা।

পারথ আর অ্যাডিলেডে তিন অলরাউন্ডার নিয়ে খেলার পরিকল্পনা কাজে দেয়নি। এখানে দলে দুটি পরিবর্তন করেছেন গম্ভীররা। প্রাক্তনদের লাগাতার চিৎকারের পর অবশেষে শনিবার খেলানো হল কুলদীপ যাদবকে। সঙ্গে এলেন প্রসিধ কৃষ্ণ। বাইরে গেলেন অর্শদীপ সিং ও নীতীশকুমার রেড্ডি। নীতীশকে আটে খেলানো হচ্ছিল লোয়ার অর্ডারে রান করবেন বলে। কিন্তু তিনি সেটা পারেননি। বল হাতেও তাঁর উপর বিশেষ ভরসা করা যায়নি। কুলদীপ কিন্তু ভাল বল করতে পারেননি।

টপ অর্ডারে কোনও পরিবর্তন না করায় যশস্বী জয়সোয়ালের এই সিরিজে খেলার সুযোগ হল না। একই হাল কিপার ধ্রুব জুরেলেরও। উইকেটের পিছনে রাহুল মানে ২০২৭ বিশ্বকাপ ভাবনাতেও সেটাই থাকছে। অস্ট্রেলিয়া এদিন টসে জিতে আগে ব্যাট নিয়েছিল। যাতে বোর্ডে বড় রান তুলে ভারতকে চাপে ফেলা যায়। তাদের জন্য অবশ্য এটা খুব একটা চাপের ম্যাচ ছিল না। সিডনিতে নামার আগে সিরিজ ২-০ করে ফেলেছিলেন মিচেল মার্শরা। বরং চাপ ছিল ভারতের টি ২০ সিরিজের আগে জমি শক্ত করার।

ট্রাভিস হেড (২৯) যখন আউট হলেন, অস্ট্রেলিয়ার রান ৬১। পরের উইকেট মার্শের (৪১)। দল তখন ৮৮/২। প্রথমে সিরাজ আর পরে অক্ষর জোড়া ধাক্কা দেওয়ার পর ভাল শুরুর সুবিধাটা হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ঘটনা হল এরপর ম্যাথু শর্ট (২৪) ও অ্যালেক্স ক্যারি (৩০) সেট হয়েও উইকেট দিয়ে যান ওয়াশিংটন সুন্দর ও হর্ষিত রানা। তবু অস্ট্রেলিয়া ৪৬.৪ ওভারে ২৩৬ রান করতে পেরেছে ম্যাট রেনশর জন্য। ওয়াশিংটন তাঁকে বোল্ড করে দেওয়ার আগে তিনি ৫৬ রান করেছেন। আগের ম্যাচে নায়ক কনোলি করেন ২৩ রান।

৩৯ রানে ৪ উইকেট। চাপ সামলেছেন হর্ষিত। ৪৪ রানে দুই উইকেট ওয়াশিংটনের। কুলদীপকে নিয়ে এত কথা হল। তিনি ৫০ রানে নেন ১টি উইকেট। একটি করে উইকেট প্রসিধ, সিরাজেরও। তবু ভারতীয় বোলিং এদিন ভালই হয়েছে।

বিশ্বকাপের ছাড়পত্র? এড়ালেন শুভমন

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : সিডনিতে শেষ ম্যাচে রান পেলেও বিরাট-রোহিতের ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সরাসরি কিছু বললেন না ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। খেলার পর তাঁকে রো-কোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আগে শোনা গিয়েছিল বিশ্বকাপে খেলতে হলে দু'জনকে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে হবে। শুভমন শনিবার খেলার পর বলছিলেন, তাঁরা এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন না। তার আগে দুটি একদিনের হোম সিরিজ রয়েছে। তাতে খেলার পরই ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবা হতে পারে। শুভমনের কথায়, এক মাস পরেই ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ রয়েছে। তার দু'মাস পর নিউজিল্যান্ড আসবে। এই দুই সিরিজের পর কিছুদিন একদিনের ম্যাচ নেই। তখন ওদের নিয়ে ভাবা হবে। দেখা হবে ওদের বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার দরকার আছে কিনা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৯ নভেম্বর থেকে একদিনের সিরিজ রয়েছে। তারপর ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। এরপর জুনে আবার আফগানিস্থান সিরিজ। বিরাট ও রোহিত দলে থাকলে যে তাঁর সুবিধা হয় সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন শুভমন। তিনি বলেন, ওরা দুজনেই প্রাক্তন অধিনায়ক। এত অভিজ্ঞতা! আমার সুবিধা হয়। ওরা মাঠে পরামর্শ দেয়। আমার সঙ্গে কথা বলে। এতে অধিনায়কের কাজটা সহজ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, রোহিত ও বিরাট এই সিরিজে মাঠে দাঁড়িয়ে শুভমনকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। এতে নতুন অধিনায়ক খোলা মনে নিজের কাজ করতে পেরেছেন।

অনেক স্মৃতি, জানি না আর আসব কিনা

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : সিডনি মাঠে একদিনের ক্রিকেটে ৩৩তম সেঞ্চুরি করলেন রোহিত। সব ফর্ম্যাট ধরলে ৫০তম সেঞ্চুরি। রো-কোর খেলা দেখতে শনিবারের সিডনি মাঠ ভরে গিয়েছিল। দুজনের কেউ নিরাশ করেননি। রোহিতের সেঞ্চুরির পাশ বিরাট ৭৪ নট আউট। রোহিত ম্যাচ ও সিরিজের সেরা।

লম্বা কেরিয়ারে আর কখনও এদের ডনের দেশে খেলতে দেখা যাবে না। খেলার পর রোহিত বলছিলেন, আমি সবসময় এখানে আসতে চেয়েছি। অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে আমার ভাল লাগে। অনেক স্মৃতি মাথায় ঘোরে। অনেক কথা মনে পড়ে যায়। ২০০৮ থেকে নানা ঘটনা। জানি না আর কখনও অস্ট্রেলিয়ায় খেলার সুযোগ পাব কিনা। কিন্তু এখানে খেলা উপভোগ করেছি। এরপর তিনি বলেছেন, অনেক দিন খেলায় ছিলাম না। কিন্তু ভাল প্রস্তুতি হয়েছিল। রান পাব এই আত্মবিশ্বাস ছিল।

বিশ্বকাপে রোহিত ও বিরাট খেলবেন কিনা চর্চা রয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজ শেষ করে রোহিতরা বিশ্বকাপের আগে ২১টি একদিনের ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। অবশ্য যদি নির্বাচকদের তাঁদের উপর আস্থা থাকে। অধিনায়ক শুভমন গিলের কথায় যা ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাতে দল বেশিদূর তাকাতে চাইছে না। দু'বছর তো অনেক দূরের ব্যাপার।

রোহিতের সঙ্গে যেমন ১৬৮ রান যোগ করেছেন, তেমনই বিরাটের গলাতেও শোনা গিয়েছে রোহিতেরই সুর। আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। অ্যাডিলেড তাঁর পয়া মাঠ। সিডনি, মেলবোর্নেও প্রচুর রান করেছেন। খেলার পর বিরাটবলেন, এখানে খেলতে আমরা সবসময় পছন্দ করেছি। এই দেশেই আমাদের কিছু সেরা ক্রিকেট বেরিয়ে এসেছে। আর দর্শকদের কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছি সেটা অসাধারণ। এরপর সবাইকে উদ্দেশ্য বিরাট বলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খেলার পর রবি শাস্ত্রীকে বিরাট বলছিলেন, তুমি যতই রান কর, এই খেলাই তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। এই বয়সেও। আমার এখন প্রায় ৩৭। এই বয়সেও মনে হয় আমি জানি না কীভাবে রান করতে হয়। এই খেলাটা এইজন্যই এত আকর্ষণীয়। আর এই কারণেই আমরা ব্যাট করতে ভালবাসি। খেলাটা এত চ্যালেঞ্জিং যে রাস্তা খুঁজে নিতে হয়। আর এরকম সময়েই আমার সেরা খেলাটা বেরিয়ে আসে।

শেষ ম্যাচে মাঠ ছাড়ছেন দুই তারকা। সিডনিতে শনিবার।

এরপর নিজেদের জুটি নিয়ে বিরাট বলেছেন, সেই ২০১৩ থেকে আমাদের জুটি শুরু হয়েছিল। আমরা খেলার পরিস্থিতি বুঝতে পারি। আমরা জানি যদি একসঙ্গে ২০ ওভার খেলি, বড় পার্টনারশপ গড়ি তাহলে যে কোনও ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়া যায়। বিপক্ষ দলও সেটা জানে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

26 October, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

শতবর্ষে বরেণ্য নট কেষ্ট মুখার্জি

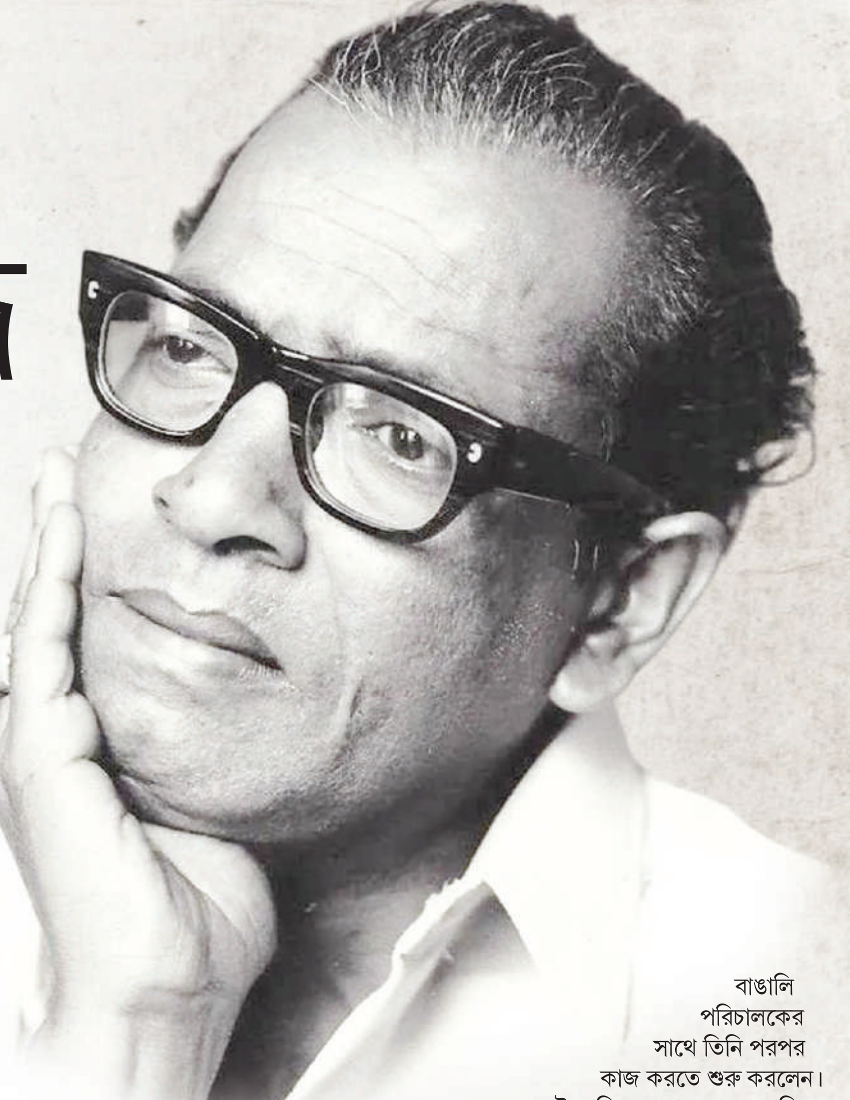

সারাজীবন ছিটেফোঁটা সুরাপানে আসক্ত না থেকেও মদ্যপের চরিত্রে অবলীলায় অভিনয় করে দর্শকদের মাতাল করে তুলতে পারতেন তিনি। শুধু কমেডিয়ানই ছিলেন না, নায়কের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। তিনি কিংবদন্তি অভিনেতা কেষ্ট মুখোপাধ্যায়। তাঁর জন্মের শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন **শঙ্কর ঘোষ**

প্রস্তাবনা

৫০-৬০-৭০-এর দশক জুড়ে যে সমস্ত কমেডিয়ানরা হিন্দি ছবির সাম্রাজ্যে রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নামটি অবশ্যই জনি ওয়াকারের। কত অজস্র ছবিতে তিনি অদ্ভুত সুন্দর কমেডি অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী নামটি অবশ্যই মেহমুদ-এর। তিনি শুধু কমেডিয়ানই ছিলেন না, নায়কের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। মেহমুদের সঙ্গে আরেকটি নাম জুড়ে দিতে হয়। তিনি হলেন আই এস জোহার। তিনি পরিচালক ছিলেন, আবার বিখ্যাত কমেডিয়ানও ছিলেন। আর যেসব কমেডিয়ানকে আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ, আগা, ধুমল, মুকরি, অসিত সেন, মোহন চটি, ভগবান দাস, জগদীপ, আসরানি, দেবেন বর্মা প্রমুখ শিল্পী। (অনবধানবশত দু'-একটি নাম বাদ গেলেও যেতে পারে)। সেই সময় কলকাতা থেকে একটি নব্য যুবা বোম্বেতে গিয়ে কমেডি চরিত্রে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন হিন্দি ছবির জগতে। তিনি হলেন কেষ্ট মুখার্জি। দীর্ঘ জীবন পাননি তিনি। অজস্র, অসংখ্য ছবিতেও কাজ করেননি। কিন্তু যা কাজ করে গেছেন তা দর্শকরা চিরদিন মনে রাখবেন।

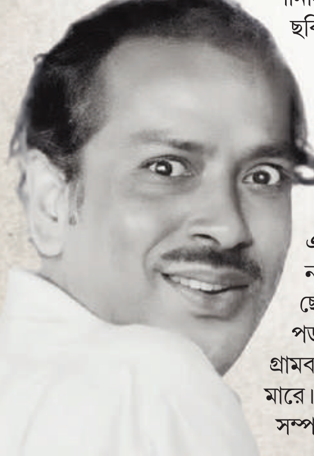

কথামুখ

একটি ৮ বছরের ছেলের নাম কাঞ্চন। গ্রাম বাংলার ছেলে। অত্যন্ত দুরন্ত, দুষ্টু। পড়াশোনায় অমনোযোগী। গ্রামবাসীদের অতিষ্ঠ করে মারে। এই নিয়ে নিত্য তার সম্পর্কে অভিযোগ আসে তার মা-বাবার কাছে। একসময় শিশুটি খবর পেল যে কলকাতায় রয়েছে অনাবিল আনন্দ। তখন সে কলকাতা যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেলে। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে পৌঁছে যায় কলকাতায়। এ যেন এক আজব নগরী। বড় বড় বাস চলছে। ট্রাম চলছে। কত গাড়ি-ঘোড়া। কত লোকজন। ভিড় দেখে অবাক হয়ে যায় কাঞ্চন। নানান মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তেমনি একজনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, ফুটপাথের এক জাদুকর। যার নাম ইউসুফ ভেলকিওয়ালা। তার কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় শিশু কাঞ্চন। যে ভেলকিওয়ালার কাণ্ডকারখানা দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছেন সেই চরিত্রের শিল্পীর নাম কেষ্ট মুখার্জি। আর ছবির নাম 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। প্রসঙ্গত বলি, পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এবং অভিনেতা কেষ্ট মুখার্জি দু'জনেরই জন্মের শতবর্ষ চলছে।

শুরুর যাত্রাপথে

কেষ্ট মুখার্জির জন্ম এই কলকাতায় ১৯২৫ সালের ৭ অগাস্ট। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কেষ্ট মুখার্জির যোগাযোগ হয়েছিল গণনাট্য সংঘ থেকে। দু'জনেই সেখানে অভিনয় করতেন। ঋত্বিক ঘটক পরিচালনা করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই কেষ্ট মুখার্জির সঙ্গে বেশ সখ্য হয়ে গেল ঋত্বিকের। যদিও কেষ্ট

মুখার্জি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের পিএইচডি। তবে তিনি অভিনয়কে আপন করেছিলেন, অধ্যাপনাকে নয়। ঋত্বিক ঘটক তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক' (১৯৫১)-এ যতীনবাবুর চরিত্রে কেষ্ট মুখার্জিকে নিলেন। এটি তাঁর অভিনয় জীবনের প্রথম ছবি। যতীনবাবু গরিব মানুষ কিন্তু ইলিশ মাছ খেতে ভালবাসেন এবং কীভাবে তিনি ইলিশ খেতে পারেন সেই ভাবনা নিয়ে ছোট্ট একটা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন কেষ্ট মুখার্জি। এছাড়াও তিনি ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিতে পাগলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

বোম্বাই পাড়ি

তিনি বুঝেছিলেন কলকাতায় তেমন কিছু সুবিধা হবে না। তখন তিনি পাড়ি দিলেন বোম্বাইয়ে এবং সেখানে তিনি প্রথমেই পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলেন বাঙালি পরিচালক বিমল রায়ের সঙ্গে। বিমল রায় কোনও সুযোগ দিতে পারলেন না। বরং স্টুডিওর গেটটা দেখিয়ে দিলেন। তবে পরে বললেন, ''একটা রোল আছে। এটা কি আপনি করতে পারবেন? কুকুরের ডাক দিতে হবে!'' কেষ্ট মুখার্জি সেদিন কুকুরের ডাক ডেকেছিলেন, যা শুনে বিমল রায় মুগ্ধ হয়ে যান। আসলে তিনি হরবোলাও ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা শুনে পরিচালক স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। বললেন— ''আপনি আসবেন''।

এইভাবে বিমল রায়ের 'পরখ' ছবিতে তাঁর প্রবেশ ঘটল হিন্দি ছবির মধ্য দিয়ে। ওই ছবিতে কেষ্ট মুখার্জির চরিত্রের নামও ছিল কেষ্ট কম্পাউন্ডার। ওই ছবির নায়ক-নায়িকা ছিলেন বসন্ত চৌধুরী ও সাধনা। বিমল রায় তাঁকে পরে বহু ছবিতে কাজ দিলেন। বিমল রায়ের প্রধান সহকারী হৃষীকেশ মুখার্জি যখন তাঁর প্রথম ছবি 'মুসাফির' পরিচালনা করতে নামলেন, তখন তিনি কেষ্ট মুখার্জিকে কাজ দিলেন। বোম্বেতে কলকাতার পরিচালক অসিত সেন যখন গেলেন তখন তিনি তাঁকে কাজ দিলেন। এইভাবে বহু বাঙালি পরিচালকের সাথে তিনি পরপর কাজ করতে শুরু করলেন। সেই তালিকায় আর আছেন শক্তি সামন্ত, বাসু চ্যাটার্জি প্রমুখ পরিচালক।

যে চরিত্রাভিনয়ের জন্য তিনি বন্দিত

সেটি অবশ্যই মাতালের চরিত্র এবং সেই মাতালের চরিত্রে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন অসিত সেন পরিচালিত 'মা ঔর মমতা' ছবিতে। ওই ছবিতে তাঁর সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন নূতন, জিতেন্দ্র, মুমতাজ। তখন এমন ঘটনা ঘটল যে হিন্দি ছবিতে মাতালের চরিত্র মানেই কেষ্ট মুখার্জি। মাতাল এবং কেষ্ট মুখার্জি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠল। মদ্যপান করে তো কোনও শিল্পী স্টুডিওর ফ্লোরে ঢোকেন না, অথচ তিনি যে মাতালের চরিত্রগুলিতে নিয়মিত অভিনয় করেছেন, এই ছাঁচটা তিনি কোথায় পেলেন? সে ব্যাপারে কেষ্ট মুখার্জি একবার জানিয়েছিলেন যে তিনি যখন জুহুতে ছিলেন তখন একজন পাপড়ওয়ালা পাপড় বিক্রি করত। সেই মানুষটি সর্বদাই মদ্যপান করে থাকত। তার কথা বলার ভঙ্গিটাকে নকল করে নিয়েছিলেন। সেই পাপড়ওয়ালার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করতেন কেষ্ট মুখার্জি। সেটাই তিনি ছবিতে অভিনয়ের সময় কাজে লাগাতেন।

হিন্দি ছবির জয়যাত্রা

অজস্র হিন্দি ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর কিছু ছবির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়— আশিক, আরতি, ডালমে কালা, বাজি, মেরে আপনে, রাখওয়ালা, পরিচয়, জঞ্জির, পড়োশন, চুপকে চুপকে, তিসরি কসম, মাসুম, প্রেমপত্র, চায়না টাউন, মজলিদিদি, সাধু আউর শয়তান, আনো কি রাত, গীত, নাসিব, দো শিকারি, দ্য বার্নিং ট্রেন, গাজাব, হাম দোনো, রাখওয়ালা, রকি প্রভৃতি। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
রবিবার
26 October, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

আতরের ইতিকথা

ইত্র বা আতরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সুগন্ধিবিদ্যার্চর্চার উল্লেখ রয়েছে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। আতর তৈরির ঐতিহ্যের কারণে ভারতের কনৌজকে বলা হত 'সুগন্ধীর রাজধানী'। সেই আতরের গল্প বললেন

দেবস্মিতা মণ্ডল

আতরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজকের নয়। অথর্ব বেদ থেকে শুরু করে বরাহমিহিরের বৃহৎসঙ্গীতার গন্ধ যুক্তিতে সুগন্ধিবিদ্যার শিল্প ও বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তর চর্চা করা হয়েছে। ভারতে আতরের ইতিহাস ৬০,০০০ বছরের পুরনো। আতর তৈলযুক্ত এক রকমের সুগন্ধি। আতর তৈরি হয় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান দ্বারা। তাতে নেই কোনও কৃত্রিম উপাদান। তাই বাজারের আর পাঁচটা পারফিউম বা ডিওডোরেন্টের থেকে আতরের দাম অনেকটাই বেশি। আতর যে শুধু সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার হয় তাই নয়, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কাজে যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়।

আতরের শহর কনৌজ

ভারতের মানচিত্রে এমন কিছু কিছু শহর আছে যাদের অস্তিত্ব শুধু ইট-কাঠ-সিমেন্টের গাঁথনিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্য বেষ্টন করে আছে শহরগুলিকে। কনৌজ সেরকমই একটি শহর। প্রাচীনকাল থেকে শহরটি কত নামেই না ভূষিত হয়েছে যেমন কান্যকুব্জ, মহোদয় তেমনি ইংরেজ শাসনকালে ক্যানোজ, কিন্নৌজ আরও কত কী নাম। গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত শহরটির উল্লেখ আছে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে। বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন সাম্রাজ্য রাজত্ব করেছে এই শহরে। মহারাজ ঈশান বর্মন, সম্রাট হর্ষবর্ধন-সহ গুপ্তযুগের শাসন, মৌখড়ি ও গহদবল রাজবংশ, গুরজার প্রতিহার-পাল এবং রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের যুদ্ধ, হিউয়েন সাং ও ফা-হিয়েনের তীর্থযাত্রা— সবমিলিয়ে কনৌজ জলজ্যান্ত একটা ইতিহাসের গ্রন্থ যার প্রতি পৃষ্ঠায় আছে ইতিহাসের গন্ধ। কনৌজ শুধু আতরের জন্মস্থানই নয়, বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন ও ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া যায়। গৌড়শংকর মহাদেব মন্দির, রাজা জয়চন্দ্রের দুর্গের মতো আকর্ষণীয় স্থানও এখানে আছে।

কনৌজের আকাশে, বাতাসে, জলে এবং মাটিতে ছড়িয়ে আছে নানান সুগন্ধ। কারণ কনৌজ হল ভারতের পারফিউম রাজধানী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানকার মানুষ নানান সুগন্ধি যেমন চন্দন, কেতকী, জুঁই, ঘৃতকুমারী, গোলাপ আতর বানিয়ে আসছে।

কনৌজে এখনও দেগ ভাপকা পদ্ধতিতেই আতর বানানো হয়। একটি পাত্রে জল, বিভিন্ন ধরনের ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে গরম উনুনে বসানো হয়। এই পাত্রকে বলা হয় দেগ। ১০ থেকে ১৬০ কেজি পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে এই দেগ। দেগের উপর চাপা দেওয়া থাকে সারপোস নামের একটি পাত্র। ফোটানোর ফলে যে বাষ্প তৈরি হয় তা বাঁশের তৈরি একটি নলের (চোঙ্গা) মাধ্যমে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয় অন্য একটি পাত্রে যাকে ভাপকা বলা হয়। এই পাত্রে আগে থেকেই তেল উপস্থিত থাকে।

কনৌজ আমাদের শেখায়— ইতিহাস শুধু রাজা-রাজড়ার গল্প নয়, তা মানুষের হৃদয়ের গল্প। আর আতর? তা শুধু গন্ধ নয়, একটি অনুভূতি, যা সময়কে ছুঁয়ে যায়।

২০০ বছরের পুরনো আতরের ঠিকানা

মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এলাকা কলুটোলা। সংরক্ষণ করে রেখেছে অনেক ইতিহাস। সেই কলুটোলার বুকেই রয়েছে দুশো বছর পুরনো আতরের দোকান হাজি খুদা বাক্স নাবি বাক্স পারফিউমারস। কিন্তু দোকানটির সাথে জড়িত আতরের ইতিহাস তারও আগেকার। ভাবুন তো দোকানটি কত কিছুর সাক্ষী। কলকাতায় ইংরেজ শাসন-শোষণের সাক্ষী, বাবু কালচার-সহ কত কিছু দেখেছে এই দোকান। কিন্তু প্রথম থেকেই কি দোকানটি বা তাদের আতরের ব্যবসা কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল? উত্তরে দোকানের বর্তমান মালিক নেয়াজউদ্দিন আল্লাহবাক্স বলেন যে লখনউয়েই তাঁদের আতরের ব্যবসা ছিল। সেখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় আতরের রফতানি করা হত। কলকাতা ছিল তাদের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের একদম শেষের দিকে যখন ইংরেজ সরকার এবং নবাবরা

তাদের ব্যবসার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করতে থাকে তখন শেখ জান মহম্মদ তাঁর পুত্র হাজি খুদা বাক্স এবং তাঁর পুত্র হাজি নবি বাক্স ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চলে আসেন। ১৮০৫-এ বেলেঘাটাতে তাঁরা কারখানা তৈরি করেছিলেন কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বলছিলাম না ইতিহাস ২০০ বছরের পুরনো। তাহলে এবার আসা যাক দোকানটির কথাতে। দোকানটি তৈরি হয় ১৮২৪ সালে।

তখন ইংরেজ এবং কলকাতার বাবুদের বেশ কিছু পছন্দের আতর ছিল পাচুলি আতর, গোলাপ এবং ল্যাভেন্ডার আতর। কলকাতার কত গল্প দোকানটি জানে। দোকানটির ভেতর ঢুকলেই বোঝা যায় আতরের সুগন্ধ কতটা মনোগ্রাহী।

বর্তমানে তাঁদের আতরের ব্যবসা আসাম, বিহার, ভুটান, ওড়িশাতে ছড়িয়ে আছে। নিয়াজউদ্দিন জানান, কলকাতায় তাঁরা কিছু আতর তৈরি করেন এবং বেশিরভাগ আতর আসে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে। যুব সমাজের পছন্দের কথা মাথায় রেখে ওঁরা বাজারে এনেছেন বাহারে চামান, আতর হায়াদি, আতর হোয়াইট ঔদ-এর মতো আতর। বর্তমানে নেয়াজউদ্দিন এবং তাঁর ভাইপো মুসাইদউদ্দিন আল্লাহবাক্স দোকানটি সামলান।

আতরের ইতিহাস : বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ

সুগন্ধি দ্রব্যের সাথে ভারতের সম্পৃক্ততা আজকের নয়। বৈদিক যুগের গন্ধশাস্ত্র থেকে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা— সমস্ত জায়গাতেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন সুগন্ধি তৈরির নির্দর্শন। চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতার মতো গ্রন্থেও পাতনের মাধ্যমে কীভাবে সুগন্ধি তৈরি হত তার বর্ণনা পাওয়া গেছে।

তাহলে একেবারে শুরু থেকে শুরু করা যাক। আমাদের চলে যেতে হবে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজত্ব করছে চালুক্য রাজবংশ। সেখানকার রাজা সোমেশ্বর তার মানসোল্লাসা (Manasollasa) বা অভিলাসিতার্থ চিন্তামণি গ্রন্থে সুগন্ধের সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর আবেশ নিয়ে বিস্তরভাবে বর্ণনা করেছিলেন (১১২৯ খ্রিস্টাব্দ)। পরে গঙ্গাধর তাঁর গন্ধসার গ্রন্থে সুগন্ধির ব্যবহারকে আরও বিস্তারিত করে তুলে ধরেন। ১৩ শতাব্দীর শেষের আতর হয়ে উঠল আভিজাত্যের প্রতীক। অনেক সময় নির্দিষ্ট সুগন্ধি নির্দিষ্ট কোনও শাসকের পরিচিতি হিসেবে সুনাম অর্জন করতে থাকে। সাইয়াদ হোসেন মামুদ তাঁর বই নাজাতুল কুলুব (Nuzhatu'l Qulub) এ শুধু আতরের রকমই নয়, বিভিন্ন গন্ধের আতর কীভাবে বানানো যায় তাও বর্ণনা করেছিলেন। এরপর নাসিরউদ্দিন শাহ পনেরো শতকের শুরুতে নিমাতনামাহ-ই-নাসিরসহি বইতে আতর বানানোর জন্য পাতন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন রকম উপকরণ যেমন গোলাপ, ঘৃতকুমারী, চন্দন কাঠ দিয়ে কত রকমের সুগন্ধি বানানো যায় তা বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত বইগুলি প্রাচীনকাল থেকে সুগন্ধি বানানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং ইতিহাস বহন করে রেখেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যকালে যেমন শিল্প এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছিল তেমনি আতর শিল্পেরও স্বর্ণযুগ ছিল এই সময়কাল। রাজা হর্ষবর্ধনের সময়কালে উত্তরপ্রদেশের কোন ঝড়ে উঠেছিল আতর শিল্পের রাজধানী এই শহর আজও তার আভিজাত্য এবং আতর শিল্পের কৌশল ধরে রেখেছে।

(এরপর ১৯ পাতায়)

আতরের ইতিকথা

(১৮ পাতার পর)

ভারতীয় উপমহাদেশে আতরের নজরকাড়া উন্নতি ঘটেছিল মুঘল রাজত্বকালে।

১৬ শতাব্দীর এই সময়কালে আতরের জনপ্রিয়তা মহাকাশ ছুঁয়েছিল। মুঘলদের যুদ্ধ বীরত্ব মাঝে মাঝে প্রজাদের উপর অত্যাচার বিভিন্ন কৌশলে হিন্দু রাজ্য কবজা করা এবং একাধিক বিবাহ যেমন আমরা অনেকেই শুনেছি কিন্তু তাঁদের শিল্পচর্যা সম্বন্ধে কি আমরা সেরকম জানি? কথা যখন হচ্ছে সুগন্ধি নিয়ে তাহলে আজ জানা যাক তাঁরা সুগন্ধি শিল্পকে কতটা যত্নে গড়ে তুলেছিল। সম্রাট আকবরের উজির আবুল ফাজল আইনি আকবরীতে একটা গোটা অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন সুগন্ধি বা আতর তৈরির শিল্প নিয়ে। আতর বানানোর প্রক্রিয়া সবই উল্লেখ করেছিলেন। কিছু সূত্র থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবরের আলাদা একটা বিভাগই ছিল যেখানে সুগন্ধি তৈরি হত। তুর্ক-ই-জাহাঙ্গিরী-তে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের স্ত্রী নুরজাহানের হাত ধরেই গোলাপ আতর ভারতে এসেছিল।

মুঘলদের পর আতর শিল্পকে যত্ন সহকারে লালন পালন করেছিলেন লখনউয়ের নবাবরা। নবাবদের কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক রাজকীয় দৃশ্য— ওঁরা হেলান দিয়ে বসে আছেন, হাতে হুঁকো, আর চারপাশে এক ধীর, মুগ্ধ করা পরিবেশ। সিনেমার দৌলতে আমরা সেই নবাবি আভিজাত্যকে কল্পনা করতে পারি— সেই আবহাওয়ার সুবাসে মিশে থাকে ইতিহাস, প্রেম, আর খানিকটা অহঙ্কারও। লখনউয়ের আতর তখন ছিল একেবারে শাহি ব্যাপার। নবাবরা আতরকে শুধু সুগন্ধি হিসেবে দেখতেন না— এটা ছিল আভিজাত্যের ছাপ। নবাবরা তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আতরকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। শোনা যায় নবাব গাজিউদ্দিন হাইজার শাহ আতরের ঝরনা বানিয়েছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের সময়কালেই হেনা আতর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

আতরের নেই কোনও ধর্ম

আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা আছে যে আতর ব্যবহার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। আতর কখনওই ধর্মের বেড়াজালে সীমিত থাকেনি। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো আতর দোকানের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে মনের দ্বিধা দূর করার জন্য জিজ্ঞাসা করি, ''মুসলিম ধর্মে কি আতরের আলাদা কোনও মাহাত্ম্য আছে?'' উত্তরে নিয়াজউদ্দিন জানিয়েছিলেন যে তাঁদের আল্লাহ খুশবু খুব ভালবাসেন। আতরের ব্যবহার মন এবং মাথার পবিত্রতা বজায় রাখে। তাই তিনি আতর ব্যবহার করতে বলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দুদের থেকে আতর বেশি ব্যবহার করে কারণ তাদের ধর্মে আতর ব্যবহার করা হালাল (মুসলিম ধর্মে যা কিছু করা উচিত) এর মধ্যে পড়ে। ওঁরা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আতরের ব্যবহার করেন।

হিন্দু ধর্মেও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আদর ব্যবহার করা হয়। পুজোর সময় ঈশ্বরের সাথে একাগ্র হওয়ার জন্য সুগন্ধির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

এরপর যখন ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আতর রফতানি হতে থাকে তখন সেখানকার সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে তা যুক্ত হয়ে যায়।

ব্রিটিশ আমল থেকে ই-কমার্স যুগ : আতরের লড়াই অব্যাহত

ভারতের বাজারে সুগন্ধির চাহিদা লক্ষ্য করে ব্রিটিশরা অ্যালকোহলযুক্ত পারফিউম ইউরোপ থেকে এখানে আনতে থাকে। ভারতীয় আতরের থেকে তা অনেক সস্তা। এর ফলে ভারতের সুগন্ধি শিল্পের সাথে জড়িত মানুষজন আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। নিজেদের পারফিউম ব্যবসা শক্তিশালী করার জন্য কাঁচামালের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। আতরের উপাদান পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। ১৯৯০ সালে সরকার মহীশূর চন্দন কাঠের বিক্রি সীমিত করে দিলে আতরের দাম অনেক গুণ বেড়ে যায়। শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য চন্দন কাঠের তেলের পরিবর্তে শুরু হয় তরল প্যারাফিনের ব্যবহার। ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতির পর ভারতীয় বাজারের মোহনায় পারফিউম এবং ডিওডোরেন্টের জোয়ার আসতে থাকে। ১৯৯০ দশকে কনৌজ-এর আতর কেন্দ্রে ৭০০'র মতো ডিসটিলারি ছিল তা ২০০০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় ১৫০ থেকে ২০০ তে নেমে আসে। কলকাতার কলুটোলা চত্বরে যেখানে আতরের বাজার ছিল সেখানে রয়ে গেছে হাতেগোনা কয়েকটি দোকান। একটি দোকানের মালিকের সাথে কথা বলে জানা যায় ২০১৭ থেকে ১৮ এই সময় বাজারগত সমস্যার কারণে অনেক আতর বিক্রেতাই তাদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

তবু, আতর হারায়নি। আজও ভারতের ফ্লেভার ও ফ্র্যাগরেন্স শিল্পে ১০,০০০ কোটির বাজারে আতর ও এসেনশিয়াল অয়েল ৪০% শেয়ার ধরে রেখেছে। প্রাকৃতিক ও অর্গানিক পণ্যের চাহিদা, মিলেনিয়াল ও Gen Z-এর ব্যক্তিগত ঘ্রাণের প্রতি আগ্রহ, এবং ই-কমার্সের প্রসার আতরকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলছে। কান্নৌজে FFDC (Fragrance & Flavour Development Centre)-এর মতো সরকারি উদ্যোগ এই শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত করছে।

বিশ্ববাজারেও ভারতীয় আতরের কদর বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রাকৃতিক, তেলভিত্তিক আতরের চাহিদা বাড়ছে। ২০২৩ সালে ভারতের আতর ও সুগন্ধি রফতানি ছিল প্রায় $৪০০ মিলিয়ন।

তবু সমস্যা রয়ে গেছে। সিন্থেটিক পারফিউমের প্রতিযোগিতা এবং আধুনিকীকরণের অভাব আতর শিল্পকে দুর্বল করে তুলছে। অনেক ছোট উৎপাদক এখনও ব্র্যান্ডিং, মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন থেকে বঞ্চিত।

অনেক সমস্যা থাকলেও এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। কারণ এটি শুধু একটি শিল্পকে রক্ষা করা নয় বরং ভারতের ইতিহাস কে সংরক্ষণ করা।

শতবর্ষে বরেণ্য নট কেষ্ট মুখার্জি

স্মরণীয় কিছু ছবি

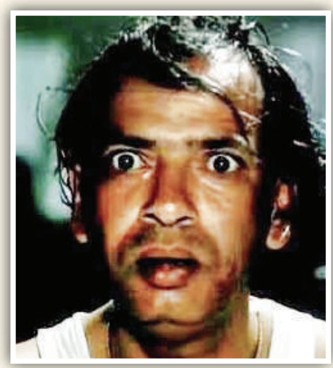

■ পরখ ■ আরতি ■ মজলি দিদি
■ প্রেমপত্র ■ পিঞ্জর কে পানছি
■ মুসাফির ■ মা ঔর মমতা ■ জঞ্জির
■ পরিচয় ■ পড়োশন ■ শোলে
■ কিতাব ■ আপ কি কসম
■ চাচা ভাতিজা ■ গীত ■ ইনসান
■ আকাশদীপ ■ গুড্ডি ■ গোলমাল
■ মেরে আপনে ■ তিসরি কসম
■ আশিক ■ বম্বে টু গোয়া ■ কিনারা
■ সাধু ঔর শয়তান ■ বাচপান
■ আসলি নাকলি ■ খুবসুরত

(১৭ পাতার পর)

বাংলা ছবিতে অভিনয়

ঋত্বিক ঘটকের তিন-তিনটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেগুলি হল নাগরিক, বাড়ি থেকে পালিয়ে এবং অযান্ত্রিক। দিলীপ কুমার-ধর্মেন্দ্র অভিনীত বাংলা 'পাড়ি' ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন 'ত্রয়ী' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে। সেখানে রাহুল দেব বর্মনের সুরে কিশোরকুমারের গাওয়া একটি বিখ্যাত গান ছিল, 'এক টানেতেই যেমন তেমন'... সেখানেই ড্রাগ সেন্টার-এর মধ্যে কেষ্ট মুখার্জি ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে যেভাবে চোখের ভঙ্গিমা করেছেন এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গি করেছেন তাতে দর্শকেরা প্রভূত আনন্দ পেয়েছেন। এই গানটির সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং সৌমিত্র ব্যানার্জি।

উল্লেখযোগ্য চরিত্রায়ণ

'শোলে' ছবিতে কেষ্ট মুখার্জি অভিনীত চরিত্রের নাম হরিরাম। চরিত্রটি ইংরেজ আমলের জেলারের (আসরানি) চরের চরিত্র। কমেডির ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু কেষ্ট মুখার্জির অভিনয় দর্শক উপভোগ করেছেন। হরিরাম চরিত্রটি হিন্দি ছবির ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় আরেকটি ছবি হল 'চরস'। সেখানে চরস ধরতে যাওয়ার জন্য ধর্মেন্দ্রর সহকারী হিসেবে যে দু'জন গেলেন, চরসের গুপ্ত আড্ডায় তাঁরা হলেন আসরানি এবং কেষ্ট মুখার্জি। তাঁরা ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। আসরানি ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন সাহেবের আর কেষ্ট মুখার্জি ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন মেম সাহেবের। যতক্ষণ মেমসাহেব রূপী কেষ্ট মুখার্জি পর্দায় রয়েছেন, দর্শক সংলাপ শুনবেন তার কোনও উপায় নেই। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন সিট থেকে মেমসাহেব রূপী কেষ্ট মুখার্জির অভিনয় দেখে। 'গোলমাল' ছবির কথাই বা বাদ যায় কী করে? ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে উৎপল দত্ত এবং কেষ্ট মুখার্জি মুখোমুখি। একসময় দু'জনেই গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দু'জনেই অসাধারণ অভিনেতা কিন্তু দর্শকদের মন কিন্তু জিতে নিলেন উৎপল দত্তের পাশাপাশি কেষ্ট মুখার্জিও। কিছু কিছু চরিত্রাভিনয় তাঁকে আলাদা করে রেখেছিল। যেমন গুলজারের 'কিতাব' ছবিতে তিনি কিন্তু শঙ্কর পণ্ডিতের ভূমিকায়। সেটি হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকের চরিত্র। গুলজারের 'পরিচয়' ছবিতে তিনি গৃহশিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মনমোহন দেশাই কেষ্ট মুখার্জির উপরেই একটি গান রেখেছিলেন 'সাদি বানানে কেষ্ট চলা।' ছবির নাম 'চাচা ভাতিজা'। হৃষীকেশ মুখার্জির 'খুবসুরত' ছবির জন্য কেষ্ট মুখার্জিকে দেওয়া হয়েছিল best comedian-এর ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। গোড়ার দিকে 'মুসাফির' ছবিতেও তিনি করেছেন স্ট্রিট ডান্সারের ভূমিকায়। তাঁর নৃত্যভঙ্গি, কথা বলার ঢং দর্শকদেরকে মাত করে দিয়েছিল।

ব্যক্তিগত কিছু কথা

কেষ্ট মুখার্জি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শোভা মুখার্জি। তাঁদের দুই পুত্রসন্তান। বড়টির নাম অশোক মুখার্জি। ছোটটির নাম বাবলু মুখার্জি। বাবলু দু'-একটি ছবিতে এবং সিরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন। সুস্মিতা মুখার্জি নামের এক অভিনেত্রী রয়েছেন যাঁকে অনেকেই ভাবতেন কেষ্ট মুখার্জির মেয়ে কিন্তু আদৌ তা নয়। কেষ্ট মুখার্জির মেয়ে সুস্মিতা মুখার্জি নন।

জীবনের শেষ সময়

একটি মোটর দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে ভর্তি করা হয় নানাবতী হাসপাতালে। মাথায় সাংঘাতিক আঘাত লেগেছিল। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বটে কিন্তু শেষরক্ষা আর হয়নি। ১৯৮২ সালের ২ মার্চ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর। জন্মশতবর্ষে এমন এক বরেণ্য নটকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

26 October, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

বয়স-ঘড়ি

অভিজ্ঞান দাস

নিজের বয়স-ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন শিবশংকর সেনশর্মা। সময় যেন দ্রুত হয়ে আসছে। এই তো সেদিন কাঁটাটা সদ্য চুয়ান্নর ঘর পেরোল। আর এখনই সেটা পঞ্চান্ন ছুঁইছুঁই!

সময়ের কাঁটার সঙ্গে বোধহয় মানুষের কর্মক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে। যখন কর্মক্ষমতা তুঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় সময় যেন দ্রুত পেরিয়ে গেল, দিনটা যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার হত। আর দিন যখন ফুরিয়ে আসে, সময় যেন আর কাটতে চায় না। সবটাই মনে হওয়া, সবটাই আপেক্ষিক। কিন্তু যদি এই আপেক্ষিকতাটুকুও অন্তত পালটে দেওয়া যেত। বৃদ্ধ বয়সে জীবনযাপনের প্রাত্যহিক গ্লানি কত মানুষেরই না কমে যেত।

এই বয়স-ঘড়িটাকে আবিষ্কার করেও তাই সর্বসমক্ষে আনেননি। এখন যে অবস্থায় এটা আছে, তাতে কারও হাতে এটা পৌঁছলে বয়সকালীন অবসাদ আর আতঙ্ক আরও বাড়বে। সবাই তো আর শিবশংকর সেনশর্মা নয়!

তার বয়স-ঘড়িতে ঠিক একশোটাই ঘর আছে। ঘর আরও বাড়ানো যেত। ইচ্ছে করেই বাড়াননি। একশোর পর মানুষ বাঁচে না তা নয়—অনেক মানুষই বাঁচে। তবে তখন আর হিসেবনিকেশের কিছু থাকে কি? থাকলেও সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ শিবশংকর। সে জীবনের এর কোনও তাৎপর্য থাকে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর ঘড়িতে তাই সর্বোচ্চ সময়সীমা ওই একশো বছর। অবশ্য একশো কেউ পেরলে ঘড়ি নতুন করে তার গণনা শুরু করবে।

তবে এই ঘড়ি যেটা করে, সেটা জটিল হলেও ঘড়িটা ব্যবহার করা ততটা জটিল নয়। শুধু একবার কব্জিতে পরে ফেললেই হল। ঘড়ির একটা কাঁটা একেবারে একটা জায়গায় গিয়ে পুরোপুরি স্থির হয়ে যাবে। যে বিন্দুতে স্থির হবে সেটা মানুষটির জীবনকাল। শিবশংকরের হাতে পরা ঘড়িটাতে এই বড় কাঁটাটা দাঁড়িয়ে আটাত্তর আর উনআশির মাঝখানে। মানে শিবশংকর আটাত্তর বছরের কিছু বেশিদিন বাঁচবেন। এখন চলছে সাতান্ন। হাতে বেশিদিন সময় নেই। ঘড়ির চলমান কাঁটাটি টিকটিক করে এগোচ্ছে থমকে যাওয়া কাঁটাটিকে ছুঁতে।

মানে যারা জীবনকে কাজের একটা মঞ্চ হিসেবে ধরে জীবদ্দশায় নিজের কাজ শেষ করে যেতে চায়, এ ঘড়ি তাদের আরও প্ল্যান করে এগোতে সাহায্য করবে, সময় শেষ হয়ে আসছে বুঝলে তাদের কাজের গতি আরও বাড়বে, যেমন বাড়ে কলমের গতি, পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা যত এগিয়ে আসে, তত। কিন্তু তেমন মানুষ আর ক'জন?

হারাধন টিফিন নিয়ে এল। মুড়ি, আলুকাবলি আর শসা। শিবশংকরের প্রিয় খাদ্যগুলোর একটা। হারাধন বাটিগুলো নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছিল,

কী মনে হল, ডাকলেন শিবশংকর, ''শোন একবার।''

হারাধন ঘুরে এল। নিজের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে রিসেট করলেন। তারপর বললেন, ''বাঁ-হাতটা বাড়া।'' হাতটা বাড়াতে বাড়াতে হারাধন বলল, ''এটা কি লোতন ভূত-যন্তর?''

ও এইরকমই বলে। কম দিন তো হল না শিবশংকরের সঙ্গে ঘর করছে। এসব আবিষ্কারের মাথামুন্ডু ওর মাথায় ঢোকার কথা নয়। এগুলোকে ও তাই ভূত-যন্তর বলে। ঘড়িটা হারাধনের হাতে পরিয়ে দিয়ে শিবশংকর বললেন, ''যা চা-টা নিয়ে আয়। দেখিস যেন জল-টল না লেগে যায়।''

হারাধন চা নিয়ে এল মুড়ির বাটিটা নামিয়ে রাখার পরই। হাত বাড়িয়ে চা-টা নিয়ে বললেন, ''দে, ঘড়িটা খুলে দে।'' হারাধন ঘড়ি খুলছে, সেদিকে তাকিয়ে শিবশংকর টের পেলেন তিনি মৃদুমন্দ ঘামছেন। মানে তার টেনশন হচ্ছে। এই কারণেই তিনি ঘড়িটা এতদিন পরাননি ওকে।

ঘড়িটা হাতে পেয়ে শিবশংকর দেখলেন, বড় কাঁটাটা ছিয়াত্তরে গিয়ে থমকেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। স্বস্তির নিশ্বাস। শিবশংকর বুঝলেন, এই স্বস্তি তার বুড়ো বয়সে একলা না হয়ে যাওয়ার স্বস্তি। হারাধন তার চেয়ে দশ বছরের ছোট। তার মানে, তিনিই আগে যাবেন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে উঠে পড়লেন। আর পাঁচটা মানুষের থেকে তাহলে তিনি আলাদা কিছু নন। মৃত্যুভয় হয়তো আসেনি, কিন্তু একাকিত্বকে তিনিও তাহলে ষোলো আনা ভয় করেন? আর যেটা ভাবছিলেন, শেষের সেদিনের কথা আগেভাগে জানতে পারলে কারও কারও ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়ে, সেটাই বা তাহলে সত্যি কি করে হয়?

বড় দোটানায় পড়ে গেলেন শিবশংকর। কী করবেন এই বয়স-ঘড়ি নিয়ে? যে আবিষ্কার মানুষের কাজে লাগবে না তাকে তিনি আবিষ্কার বলেই মনে করেন না। কিন্তু আবিষ্কারটা যে বেশ যুগান্তকারী, তাও তো মানতেই হবে। বেশিদিন নয়, মাত্র বছর তিনেক আগে একটা জার্নালে লেখাটা পড়েছিলেন। এই জার্নাল পড়েই শিবশংকরের মাথায় বয়স-ঘড়ির চিন্তাটা উসকে দেয়। শিবশংকরের এই যন্ত্র মাইক্রো ব্লাড- সার্কুলেশন ফলো করে সম্ভাব্য বয়স মেপে ফেলে।

নিজের মনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ল্যাবে এসে ঢুকলেন। এমন একটা কিছু এই যন্ত্রে যোগ করতে হবে যাতে বয়সজনিত এইসব অবসাদ আর আতঙ্ক তাড়িয়ে দিয়ে জীবনের শেষ দিনটা চিনে ফেলার পর মানুষ আরও বেশি সুশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে, আরও বেশি প্রোডাক্টিভ।

অন্যমনস্কভাবেই যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময় ল্যাবের দরজায় টোকা পড়ল। কে আর আসবে তার কাছে? আসার লোক তো শুধু ওই তুলসী। ছেলেবেলা থেকে দু'জনে হরিহর আত্মা বন্ধু।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতে তুলসী ঢুকে এল। আর শিবশংকরের মাথাতেও এসে হাজির হল একটা প্ল্যান। কথায় কথায় শিবশংকর বললেন, ''গত সপ্তাহে কলকাতায় গিয়েছিলাম তোর খেয়াল আছে?''

''হ্যাঁ, কেন?''

''দিদির বাড়িতে এক জ্যোতিষ এসেছিল। দিদি তো নাছোড়বান্দা। আমার হাত দেখাবে। আমিও রাজি নই। হঠাৎই সে ব্যাটা বলে, সে নাকি কপাল দেখেই ভবিষ্যৎ বলতে পারে।''

''তারপর?''

''তারপর আর কী, বলে আমি নাকি আটাত্তর বছর বাঁচব।''

''ইন্টারেস্টিং। তারপর?''

শিবশংকর দেখলেন তুলসী বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললেন, ''কেন রে তোর কি আবার এ-ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে নাকি?''

'' সে আর কার না থাকে বল?''

''তুই কবে মরবি সেটা জানতে চাস?'' শিবশংকর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

''হ্যাঁ চাই। তুই আর বুঝবি কী শিবু, তুই তো আর সংসার করিসনি। সংসারের জ্বালা কী করে বুঝবি? কবে পাপমুক্তি হবে জানতে চাইব না?''

শিবশংকর এবার নড়েচড়ে বসলেন। ''সত্যিই তুই জানতে চাস?''

''হ্যাঁ সত্যিই।'' উত্তর দিল তুলসী।

''বেশ। আমি যদি তোকে জানিয়ে দিতে পারি, তুই শুনবি?''

''তুই! তোর ওইসব যন্তরপাতি দিয়ে?''

শিবশংকর কোনও উত্তর দিলেন না। নিজের হাত থেকে বয়স-ঘড়িটা খুলে বললেন, ''হাতটা বাড়া।''

তুলসী মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতটা বাড়িয়ে দিল। বাড়ানো হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দিল শিবশংকর। এবার মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে। তুলসীর বায়োলজিক্যাল ইনফর্মেশনগুলো নিয়ে উত্তর বার করতে এই সময়টুকু ঘড়িটা নেবে।

শিবশংকর চেয়ারে বসে পড়তেই অধৈর্য হয়ে উঠল তুলসী, ''কী হল রে?''

''কিছু নয়। দাঁড়া, মিনিট পনেরো সময় দে।''

ঠিক পনেরো মিনিটই লাগল। আর এই পনেরো মিনিটে অদ্ভুত এক জিনিস লক্ষ করলেন শিবশংকর। বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করা তো দূরের কথা, ভীষণ ছটফট করছে তুলসী। উঠছে, বসছে, পায়চারি করছে।

পনেরো মিনিট পর তুলসীর হাতঘড়িতে বড় কাঁটাটা সত্তরের ঘরে গিয়ে স্থির হল। অর্থটা বুঝিয়ে বলতে তুলসী খানিকক্ষণ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—

''তোর কত?''

শিবশংকর নিজের হিসেব বললেন। সেটি শুনে আরও গুম হয়ে গেল তুলসী। গল্পগুজব সেদিন আর হল না। দু-এক কথার পর তুলসী বাড়ি চলে গেল।

কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে খেয়ালই রইল না তুলসী আসছে না। যে বন্ধু দু-একদিন ছাড়া ছাড়া আসত, হঠাৎ করে দু'সপ্তাহ তার কোনও পাত্তা না থাকতে মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তুলসী এলও না। বদলে একদিন এল তুলসীর ছেলে রতন। মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ উদ্বিগ্ন। শিবশংকরও উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, ''কি রে?''

''জেঠু, তুমি একবার চলো আমাদের বাড়ি।''

''কেন রে?''

''বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছে জেঠু। তোমার বাড়ি থেকে যাওয়ার পর দু'দিন কী হল, গোঁজ হয়ে বসে রইল নিজের ঘরে। কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বিশেষ বলল না। তারপর হঠাৎ মিস্ত্রি ডেকে বসতবাড়িটা ভাগ করছে। বাবার মাথায় ঢুকেছে, বাবা যদি হঠাৎ করে চলে যায়, তাহলে সম্পত্তি নিয়ে আমরা দু'ভাই লাঠালাঠি করব।'' বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল রতন।

কাঁদতে কাঁদতে বলল—''যতক্ষণ মিস্ত্রিদের সঙ্গে আছে ঠিক আছে। কাজ করছে, কথা বলছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, সন্ধেবেলা হলে তো সেই যে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকছে...''

রতন বাক্য শেষ করল না। যা বোঝার বুঝে গেলেন শিবশংকরও। দ্রুত ঠিক করে ফেললেন ইতিকর্তব্য।

আগে মেরামত করতে হবে ঘড়িটাকে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে সেটা এককেবার এককেরকম রিডিং দেয়। তুলসীর কাছে প্রমাণ করতে হবে, যন্ত্রটাই আসলে ঠিকঠাক বানাতে পারেননি। আর তারপর, তুলসীর বাড়ি থেকে ঘুরে এসে, ফেলে দিতে হবে ওটাকে পুকুরে।

প্রকৃতির নিয়মে মানুষের হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না। সারা পৃথিবী জুড়েই তো তার প্রমাণ মানুষ এখন পেতে শুরু করেছে। তবে আর কেন সে বিড়ম্বনায় তিনি নতুন আরেকটা যোগ করেন? বিজ্ঞানের লক্ষ্য তো তা নয়ও, বিজ্ঞানীর সাধনাও এটা নয়। তাছাড়া অনিশ্চয়তা আছে বলেই তো জীবন এত সুন্দর, এত রূপ-রস। অনিশ্চয়তা আছে বলেই মানুষ দুঃসময়েও স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নই তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এগিয়ে যাওয়ার নামই তো জীবন। সে জীবনকে স্তব্ধ করে দেবার অধিকার তো তার নেই, কারওরই নেই।

রতনের পিঠে আশ্বাসের হাত রেখে শিবশংকর বললেন, ''তুই এখন যা, আমি একটু পর যাচ্ছি।''

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com